অভিষেক

Inauguration Ceremony 2019

New York Bangladesh Press Club Inc.

নিউইর্য়ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইন্ক

www.nybdpressclub.org

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S. Supreme Court

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২৮, ২০১৯

সম্পাদনা বোর্ড

- শেখ সিরাজুল ইসলাম
- এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ
- মোঃ আলমগীর সরকার

সহযোগিতায়

- মমিনুল ইসলাম মজুমদার
- রশীদ আহমদ

প্রচ্ছদ, ডিজাইন ও মুদ্রণে:

বিগ ডিজাইন প্রফেশনাল
3755 72nd Street
Jackson Heights
New York 11372
Tel: 646-645-6904

যারা লিখেছেন

- সম্পাদকীয়
  মনোয়ারুল ইসলাম
- সভাপতির কথা
  ডা: ওয়াজেদ এ খান
- সাধারণ সম্পাদকের কথা
  শিবলী চৌধুরী কায়েস
- মিডিয়ার সেকাল একাল
  মনজুর আহমদ
- সাংবাদিকের বন্ধু নেই
  নিনি ওয়াহেদ
- সাংবাদিকের বেতন
  আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
- কমিউনিটি মিডিয়ার দায়
  মঈনুদ্দীন নাসের
- স্বপ্ন ছিলো শিক্ষক হবার
  ড. মাহবুব হোসেন
- গণমাধ্যম কর্মীদের প্রথম সংগঠন
  মাহফুজুর রহমান
- প্রবাসে গণমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ
  আবু তাহের
- স্মৃতির মণিকোঠায় ফাজলে রশীদ
  এবিএম সালেহ উদ্দীন
- চলমান সাংবাদিকতা
  ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন
- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা সংবাদপত্র
  নিয়াজ মাখদুম
- নিউইয়র্কের বাংলা সাংবাদিকতা
  সালাহউদ্দিন আহমেদ
- হোচট খাওয়া সাংবাদিকতা
  সাহেদ আলম
- ক্রসফায়ার এবং এনাকাউন্টার
  আবিদুর রহিম
- ফেইক নিউজ সমাচার
  ইমরান আনসারী
- টার্নিং পয়েন্টের অপেক্ষায়
  মনিজা রহমান
- সমালোচনা কি রাষ্ট্রদ্রোহীতা?
  মাহাথীর খান ফারুকী
- চেনা অচেনা কমিউনিটি
  শাহাব উদ্দিন সাগর
- দেশ ও প্রবাসের সাংবাদিকতা
  সোহেল হোসাইন
- সাহিত্য ও সাংবাদিকতা
  রশীদ আহমদ

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাদার সাংবাদিকদের প্রথম সংগঠন 'নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব'। ক্লাবের ২০২০-২০২১ এর নতুন কার্যকরী কমিটির অভিষেক উপলক্ষে সংশ্লিষ্টদের প্রতি রইল অভিনন্দন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

দীর্ঘ চড়াই-উৎড়াইয়ের পর ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রায় এক যুগ হতে চললো। এসময়ে প্রেসক্লাব প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সুনাম কুড়িয়ে আসছে। ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে বাংলাদেশের মিডিয়াজগতে। প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম সাংবাদিক, ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ফাজলে রশীদকে। যাঁর বিশেষ উৎসাহ ও আন্তরিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব । আজ আমরা এই প্রেসক্লাব নিয়ে গর্বিত।

বিশ্বের রাজধানী বলে পরিচিত নিউইয়র্কে আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্টদের মতে নিউইয়র্কের অন্যান্য কমিউনিটির চেয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটি অপেক্ষাকৃত অগ্রসরমান। এই কমিউনিটির পরিধি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ছে কমিউনিটির মিডিয়ার সংখ্যা। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য কমিউনিটিতে বাংলা ভাষার মিডিয়ার সংখ্যা বাড়লেও বাড়ছে না সাংবাদিকদের পেশাদারিত্বের মান। তারপর এই প্রেসক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত সম্মানিত সকল উপদেষ্টা ও সদস্যবৃন্দ দেশ ও প্রবাসের পেশাদার সাংবাদিকতার মূলমন্ত্রের ধারক। আমরা দৃঢ়তার সাথে মহান সাংবাদিকতার এই পেশাদারিত্বের পতাকা সামনে এগিয়ে নিতে চাই। দলমতের উর্দ্ধে উঠে প্রবাসের বাংলা সাংবাদিকতায় প্রকৃত পেশাদারিত্বের বিকাশ ঘটুক। সেই চলার পথে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও প্রতিষ্ঠান-টির নতুন কমিটি অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র, বাক-ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ তাদের দায়িত্ব অব্যাহত রাখবে। সমুন্নত রাখবেন বিশ্বমানবতা। সেই কামনা রইল। নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়াগুলো হোক সত্যিকারার্থেই কমিউনিটির দর্পণ।

অভিষেক উপলক্ষে 'ভয়েস' স্মরণিকাটি প্রকাশে কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। এ প্রকাশনায় প্রত্যক্ষ এবং পরক্ষোভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি।

সভাপতির কথা

সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা। 'সাংবাদিকতা' নিছক একটি শব্দ নয়। সাংবাদিকতা শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। সংবাদ মাধ্যম তথা গণযোগাযোগ সম্পর্কিত এ পেশায় প্রতিযোগিতা আছে, সর্বাগ্রে সর্বশেষ সংবাদ প্রকাশের। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আছে প্রতিবন্ধকতা। সাংবাদিকতায় আত্মসন্তুষ্টি আছে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রভাব ও অবদান রাখতে পারায়। আবার জীবনের ঝুঁকি আছে অনুসন্ধানী সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে। সাংবাদিকতা মানেই হচ্ছে মানুষকে নিত্য নতুন তথ্য উপহার দেয়া। নতুন কিছু বলা। যা তাদেরকে আকৃষ্ট করবে, ধরে রাখবে। আর এটাই সাংবাদিকতার মৌলিকত্ব। মৌলিক সাংবাদিকতায় নৈপূণ্য প্রদর্শন অত্যাবশ্যক। এজন্য প্রয়োজন সময়, গভীর মনোনিবেশ, কঠোর শ্রম ও জানার অদম্য আগ্রহ। সাংবাদিকতায় নীতি-নৈতিকতা আছে। সেলফ-সেন্সরশিপও রাখতে হয় ক্ষেত্র বিশেষে। রাষ্ট্রীয় নীতি-মালা কখনো কখনো রোধ করে দেয় সাংবাদিকদের কণ্ঠ। নির্মম এবং নিবর্তনমূলক আচরণের মুখোমুখি হতে হয় সাংবাদিকদের। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম মূল স্তম্ভ। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতেই নিশ্চিত করা হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা। অথচ বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকরা নিগৃহীত হচ্ছেন প্রতিদিন। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা এসব রাষ্ট্রে সীমিত। আমরা চাই সকল সমাজ এবং রাষ্ট্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিরবিচ্ছিন্ন হোক। বন্ধ হোক সাংবাদিক নিপীড়ন নির্যাতন। পক্ষান্তরে সংবাদ পরিবেশন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদেরও হতে হবে সতর্ক ও যত্নবান। তাদেরকে থাকতে হবে হলুদ সাংবাদিকতা থেকে দূরে ও বিতর্কের উর্ধে। পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়ে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে ভিত্তিহীন রোমাঞ্চকর সংবাদ পরিবেশন থেকে বিরত থাকতে হবে সাংবাদিকদেরকে।

সাংবাদিকতার ইতিহাস প্রাচীন। তবে সাংবাদিকতায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। সাম্প্রতিককালে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে সাংবাদিকতা। আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর সাংবাদিকতা এখন হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে গোটা বিশ্বকে। নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রেও এর ঢেউ লেগেছে। এখানে বাংলা সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতার প্রসার ঘটেছে ব্যাপক। সাংবাদিকতা চর্চার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে প্রেস ক্লাব। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্র, সম্প্রচারিত টেলিভিশন চ্যানেল, বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক ও টেলিভিশন চ্যানেলের নিউইয়র্ক প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত পেশাজীবী সাংবাদিকদের প্রাণের সংগঠন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। সাংবাদিকতার গুণগত মানোন্নয়ন, সাংবাদিকদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বৃদ্ধি ও স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। কালের নিরিখে যা ছিল একটি সঠিক ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। গত এক দশকের বেশি সময়ে সংগঠনটি নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। পরিণত হয়েছে বাংলাদেশী সাংবাদিকদের একটি স্থিতিশীল শক্তিশালী ও মর্যাদাবান প্রতিষ্ঠানে। যাদের মহতি উদ্যোগ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের গোড়াপত্তন তারা সর্বদাই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতার জগতে হয়তো বড় কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না। কিন্তু সমাজ ও সভ্যতায় পরিবর্তনের কারিগরের ভূমিকা পালনকারী সাংবাদিকদের কাতারে শামিল হয়ে সংগঠনটি এগিয়ে যাবে এমন স্বপ্ন আমরা বুকে ধারণ করি। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী বাংলাদেশী সমাজ এখন অনেকটা সমৃদ্ধ। প্রবাসী বাংলাদেশীরা নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির চর্চাও করছেন সাধ্যমতো। বাংলাদেশী অভিবাসী সমাজের ব্যাপক এ ব্যাপ্তির পেছনে স্থানীয় বাংলা সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজনীতি ও সংগঠনপ্রিয় বাংলাদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বহুবিধ কর্মকান্ডের প্রচার ও প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ সংবাদ মাধ্যমগুলোকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে কমিউনিটিকেউ এগিয়ে আসতে হবে পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে। আমরা মনে করি, সকল সাংবাদিকের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন। সাংবাদিকদের মাঝে প্রতিযোগিতা থাকবে। তবে তা হবে সুস্থ, সুন্দর এবং সৃজনশীল। এটাই হোক নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেকের মূলমন্ত্র।

ডা: ওয়াজেদ এ খান

সভাপতি

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

সাধারণ সম্পাদকের কথা

যোগ সূত্রতার বন্ধনে মহিয়ান সাংবাদিকতা। তা বিশ্বায়নেতো বটে। মানব সভ্যতার দর্পণই এ পেশাটি। অপসংস্কৃতি ও রাজনীতির বেহায়াপনা বারবার তা গ্রাস করতে উদ্যত হয়। পেশার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে বারবার রুখে দাঁড়ায় সাংবাদিকরা। সময়ের বিপরীতে বিবেকনত সাংবাদিকতা।

সাম্প্রদায়িকতার খোলসে সাংবাদিকরা দেশে-বিদেশেও প্রলাপ বকে। চেতনার সাংবাদিকতার নামে ফেরি করে বেড়ায়। বিবেক তাড়নায় সত্য কথাটি লিখতে পারে না। পারে শুধু পকেটস্থ করার প্রলাপ লিখতে। তার নিরিখে সাংবাদিকতা ও তার মর্যাদাটুকু ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই।

সাধুবাদও আছে প্রবাসী মিডিয়া জগতের জন্য। তারা প্রতিনিয়ত লড়াই করছেন টিকে থাকার। কমিউনিটি বিকাশে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে বাক-স্বাধীনতা পদদলিত। ভিন্নমত গ্রহনের মানসিকতা নির্বাসিত। তাদের মতো করে কিছু না লিখলে, না বললেই খেতাব মেলে পাকিস্তান বা ভারতের দালাল।

অন্যকে দালাল বলতে বলতে নিজেরাই যে বড় দালাল বনে গেছেন তা তারা ভেবেও দেখেন না। দালালের খতনা জোঁকের মতো জেঁকে বসেছে দেশে ও প্রবাসে সাংবাদিকদের মধ্যেও। এসব থেকে পরিত্রানের সম্ভাবনাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে।

প্রবাসে আমাদের সাংবাদিক কমিউনিটি ছোট হলেও বিকাশের ধারা বেশ বেগবান। প্রতিমাসেই কোন না কোন সাংবাদিক যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পন করছেন। নতুন নতুন মিডিয়া বাজারে আসছে বা আসার খবর শোনা যাচেছ প্রতিদিনই। স্বাগতম সকলকে। সফলতা কামনা সবকিছুরই। বিবেকটা শুধু জাগ্রত থাকলেই মঙ্গল।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব আগামীতে দেশ ও প্রবাসের সংবাদকর্মীদের কল্যাণে অবদান রাখবে বলেই প্রত্যাশা। অনাগত সুন্দরের প্রত্যাশা হোক আমাদের এ অভিষেকে।

সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

মনোয়ারুল ইসলাম

সাধারণ সম্পাদক

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইন্‌ক

কার্যকরী কমিটি ২০২০-২১

ডা: ওয়াজেদ এ খান
সভাপতি

হাবিব রহমান
সহ-সভাপতি

মনোয়ারুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক

মো: আলমগীর সরকার
সহ-সাধারণ সম্পাদক

মমিনুল ইসলাম মজুমদার
অর্থ সম্পাদক

রশীদ আহমদ
সাংগঠনিক সম্পাদক

সৈয়দ ইলিয়াস খসরু
প্রচার সম্পাদক

শেখ সিরাজুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য

এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ
কার্যকরী সদস্য

শিবলী চৌধুরী কায়েস
কার্যকরী সদস্য

হাসানুজ্জামান সাকী
কার্যকরী সদস্য

মোঃ সোলায়মান
কার্যকরী সদস্য

সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকদের কার্যকাল

মাহবুবুর রহমান
আগস্ট ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর '২০০৯

শিহাব উদ্দীন কিসলু
আগস্ট ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর '২০০৯

ডা. চৌধুরী মাহবুবুল হাসান
জানুয়ারী '২০১০ থেকে ডিসেম্বর '২০১১

শেখ সিরাজুল ইসলাম
জানুয়ারী '২০১০ থেকে ডিসেম্বর '২০১১

মাহফুজুর রহমান
জানুয়ারী '২০১২ থেকে ডিসেম্বর '২০১৩

আবু তাহের
জানুয়ারী '২০১২ থেকে ডিসেম্বর '২০১৩

আবু তাহের
জানুয়ারী '২০১৪ থেকে অক্টোবর '২০১৬

এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ
জানুয়ারী '২০১৪ থেকে অক্টোবর '২০১৬

ডাঃ ওয়াজেদ এ খান
অক্টোবর '২০১৬ থেকে অক্টোবর ২০১৭

শিবলী চৌধুরী কায়েস
অক্টোবর '২০১৬ থেকে অক্টোবর ২০১৭

ডাঃ ওয়াজেদ এ খান
অক্টোবর '২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯

শিবলী চৌধুরী কায়েস
অক্টোবর '২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯

ডাঃ ওয়াজেদ এ খান
জানুয়ারী ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১

মনোয়ারুল ইসলাম
জানুয়ারী ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১

প্রতিষ্ঠা পাক পেশাদারিত্ব

মনজুর আহমদ

নিউইয়র্কের সাংবাদিক, মানে বাংলা সংবাদ মাধ্যমগুলিতে কর্মরত সাংবাদিকদের একটি অভিযোগ কমিউনিটিতে ব্যাপকভাবে উচ্চারিত। অনেক দিন ধরেই তারা বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার রয়েছেন, এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, নিন্দা জানাচ্ছেন। তাদের অভিযোগ, সাংবাদিকতার সাথে সম্পর্কহীন কিছু ব্যক্তি পত্রিকা প্রকাশনার নামে এখানকার বাংলা সাংবাদিকতায় নিয়োজিত পেশাদার সাংবাদিকদের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করছেন। যখন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলি তাদের নিরলস প্রয়াসে এই প্রবাসের বাংলা সাংবাদিকতাকে একটি সম্মানজনক স্থানে উত্তরণ ঘটাতে সচেষ্ট, তখন হঠাৎ হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এইসব অপেশাদার পত্রিকাগুলির কারণে এখানকার সাংবাদিকতার মান-মর্যাদা যেমন খর্ব হচ্ছে, তেমনি সাংবাদিকতার পেশাদারিত্বও ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

অভিযোগ রয়েছে, পেশার সাথে সম্পর্ক নেই এমন কিছু ব্যক্তি যেনতেনভাবে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে এখানকার বাংলা সাংবাদিকতার শীর্ষ স্থানে নিজেদের স্থাপন করছেন। সাংবাদিক পরিচয়ে তারা সমাজে চলাফেরা করলেও পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহই তাদের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে। সাংবাদিকতা জগতের উচ্চপদধারী এই সব ব্যক্তিরা সম্মুখ সারির স্থান দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে, বাংলাদেশের জাতিসংঘ স্থায়ী মিশন কিংবা কন্স্যুলেট জেনারেল অফিসে মাঝে-সাঝেই আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলিতে। সংখ্যা হাতে গোনা হলেও সাংবাদিকতা পেশাকে অবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

সাংবাদিকতা তো একটি পেশার নাম। চিকিৎসা, আইনচর্চা, শিক্ষকতার মতো সাংবাদিকতাও একটি প্রতিষ্ঠিত পেশা। এ পেশা অনেক প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ। এ পেশা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং এ পেশায় নিয়োজিত হতে কিছু মৌলিক যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। প্রথম যোগ্যতাই হচ্ছে, 'কলম ধরতে জানা'। কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড অভিধানে সাংবাদিকের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সংবাদপত্র, সাময়িকী, নিউজ ওয়েবসাইটের জন্য খবর লেখেন অথবা ইলেকট্রোনিক মাধ্যমে সম্প্রচারিত হওয়ার জন্য খবর তৈরি করেন, তিনিই সাংবাদিক। নিউইয়র্কে সাংবাদিক পরিচয়ে যারা প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন কিংবা সরকারি অনুষ্ঠানগুলিতে প্রথম সারি দখল করে রাখেন তারা অনেকেই এই যোগ্যতা ধারণ করেন না, এই অভিযোগ নিয়তই শোনা যাচ্ছে।

এই সব অপেশাদার সাংবাদিকদেরকে নানা অভীধায় অভিহিত করার কথাও কানে আসে। বলা হয় তারা সৌখিন বা মৌসুমী সাংবাদিক। মওসুম বুঝে তারা আত্মপ্রকাশ করেন। বলা হয় স্বঘোষিত ভুয়া সাংবাদিক। বলা হয়, বার্ষিক সাংবাদিক। বছরে একবার মাত্র পত্রিকার একটি সংখ্যা প্রকাশ করে এদের কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আসার চেষ্টা করেন। এবং সে সুযোগ করে নিতেও তাদের কোন অসুবিধা হয় না। আমাদের মিশন কর্তারা কোন অদৃশ্য কারণে তাদেরকেই সাদরে বরণ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সামনে বসিয়ে দেন।

না, সাংবাদিকদের এ অভিযোগ কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে কিংবা কারো প্রতি অসূয়াপ্রসূত বলে আমি মনে করি না। তারা আন্তরিকভাবেই পেশাদারিত্বের প্রশ্নে অভিযোগগুলি উত্থাপন করে থাকেন। এমনও শুনেছি, প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে পেশাদার সাংবাদিকদের বঞ্চিত করে এই সব স্বঘোষিত সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হয় এবং তারা এই সুযোগে প্রধানমন্ত্রীর স্তুতি ও নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, অনেক সময় নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়ও তুলে ধরেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। অনেক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমি বারবার সঞ্চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও প্রশ্ন করার সুযোগ পাইনি। কিন্তু এমন একজনকে সুযোগ দেয়া হোল যিনি কস্মিনকালেও সাংবাদিক নন। নিজের বাসায় জোড়াতালি দিয়ে কিছুদিনের জন্য চালু করা তথাকথিত একটি টিভি চ্যানেলের মালিক হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতেন। পরিতাপের বিষয়, সুযোগ পেয়ে তিনি কোন প্রশ্ন না করে প্রধানমন্ত্রীকে সবিস্তারে শোনাতে লাগলেন বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে তার জ্ঞানের কথা এবং অনুরোধ জানালেন বাংলাদেশে তার এই জ্ঞান কাজে লাগাবার জন্য তাকে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়ার। সেখানে উপস্থিত প্রতিটি সাংবাদিকই সেদিন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তার ওপর। তারা একে সাংবাদিকতা পেশার মর্যাদায় চপেটাঘাত হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।

সাংবাদিকতা যাদের পেশ নয় তাদের কার্যকলাপ এ ধরনেরই হবে এটাই স্বাভাবিক। এই সব স্বঘোষিত সাংবাদিকদের কেউ কেউ অবশ্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু অনভিজ্ঞতা বা অনভ্যাস যে কারণেই হোক না কেন কথাগুলি তারা গুছিয়ে ঠিকমত বলে উঠতে পারেন না।

আমি টানা প্রায় ষাট বছর ধরে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত। ঢাকার সংবাদপত্রে কাজ করেছি চল্লিশ বছর। এরও আগে ১৯৫৬ সাল থেকে আমি আমার নিজ শহরে মফস্বল সাংবাদিক হিসাবে খবর লেখালেখিতে হাত পাকিয়েছি। ১৯৬১ সালে সংবাদ-এ সর্বনিম্ন পদ জুনিয়ার সাব এডিটর হিসাবে যাত্রা শুরু করে একটু একটু করে এগিয়েছি। অপ্রাসঙ্গিকভাবে নিজের বিষয় উল্লেখ করলাম শুধু এ কথা বলার জন্য যে, পুরো জীবন এই পেশায় সক্রিয় থেকেও কি আমি পেশাগত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মতো কোন সাফল্যের পরিচয় রাখতে পেরেছি? যেমন পেরেছেন আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকা আমার সময়ের কীর্তিমান সাংবাদিকরা, আমার প্রথম সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবদুস সালাম, তাদের অভিভাবকতুল্য মওলানা আকরম খাঁ। এদের উচ্চতা তো আমার কাছে পর্বতসম, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে পরবর্তী সময়ের অন্য কোন রথী-মহারথীও কি এদের সমতুল্য কি হতে পেরেছেন?

নিউইয়র্কে পত্রিকা প্রকাশনা নাকি ব্যবসায়িক দিক দিয়ে একটি কম কষ্টসাধ্য ও সহজলভ্য মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এই সুযোগ নিয়েই আত্মপ্রকাশ ঘটছে নানা নামের পত্রিকার। সংবাদপত্রের প্রধান যে দায়িত্ব সেই 'সংবাদ' পরিবেশন নয়, বরঞ্চ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নগদ কিছু কামিয়ে নেয়াই এইসব ভুঁইফোড় পত্রিকাগুলির লক্ষ্য। এইসব পত্রিকা যারা প্রকাশ করেন তারা মূলত একাই প্রকাশনার সব দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তারাই মালিক, তারাই সম্পাদক, তারাই বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক। তাদের অনেককেই দেখা যায় নিজেরাই ছুটছেন দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপন ভিক্ষা করতে। এদের পত্রিকার কোন মান যেমন নেই তেমনি কোন নীতিমালাও তারা মানেন না বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে। শোনা যায়, 'যে যা দেয়' সেই অর্থেই তারা তাদের চাহিদামাফিক বিজ্ঞাপন ছাপতে রাজি হয়ে যান। এ ধরনের কিছু পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে এক-দুজনকে নিয়োগ দেয়া হলেও তাদের মূল দায়িত্ব থাকে পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন জোগাড়ের। বিজ্ঞাপনের টাকা থেকে তাদের নিজেদের বেতনের সংস্থান নিজেদেরই করে নিতে হবে এমনও শর্ত দেয়া হয়ে থাকে। বেকারত্বের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে অনেকে এই শর্তেই 'সাংবাদিক' হয়ে যান। সেই পত্রিকার পরিচয়পত্র পকেটে নিয়ে তারা দোকানপাটে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন।

অপেশাদার পত্রিকাগুলির এ ধরনের কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত এখানকার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলি। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তারা যে নীতিমালা মেনে চলেন আঘাত আসছে তাদের সেই নীতিমালার ওপর।

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বৃহত্তর কল্যাণে এবং সাংবাদিকতার পেশাগত স্বার্থে এই পরিস্থিতির অবসান অবশ্যই জরুরি। আশা করব, হাতে গোনা যে কয়েকটি পত্রিকা মৌসুমী বা সৌখিন সাংবাদিকরা প্রকাশ করছেন সে সব স্থানে অপেশাদারিত্বের বিলুপ্তি ঘটবে এবং নিউইয়র্কের প্রতিটি বাংলা মিডিয়াতেই পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও উপদেষ্টা, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব।

যে ইতিহাসের অংশীদার আমি

মাহবুবুর রহমান

ভাল লাগছে এবং গর্ববোধও করছি এ কথা ভেবে যে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ইতিহাসের আমিও এক অংশীদার। এ প্রেসক্লাবের জার্নি বা পথচলা এক দু'দিনের নয়, অনেক অনেক দিনের। নব্বই দশকের প্রথম দিকে এর ভাবনা শুরু।

নিউইয়র্কে কর্মরত বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছিল, আর ক্লাবের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতিটাও তীব্র হচ্ছিল সে গতিতে। কিন্তু চাইলেই কি সব হয়? ক্লাবতো এক দু'জনের বা ঘরে ঘরে খোলার ব্যাপার নয়। এতে বহুজনের অংশগ্রহণ দরকার। মতামতও এক হওয়া চাই। কিন্তু বাস্তবে হলো না। বার বার হোচট খেলো। এর দায় আমি কাউকে দিতে চাই না। এটা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিরই অঙ্গ।

আমাদের এই জার্নির সফলতায় যাঁদের অবদান তাঁদের সবার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। বিশেষ করে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রাক্তণ সভাপতি মরহুম ফাজলে রশীদ ও মরহুম গিয়াস কামাল চৌধুরী এবং মরহুম মিনার মাহমুদের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করবো।

মনে পড়ে, নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। এস্টোরিয়ার ৩০ এভিনিউয়ের এক স্টোরের বেসমেন্টে প্রেসক্লাব করার উদ্যোগ আমরা নিয়েছিলাম। সে বেসমেন্টের অনেক সংস্কার দরকার। এম এম শাহীন ও আমি কায়িক শ্রম দিয়ে সেখানটা বসার উপযোগী করলাম। দেয়াল পেইন্ট করতে গিয়ে আমার শীতের জ্যাকেটটি রঙ লেগে পরার অনুপযোগী হয়ে পড়লো। তবুও কোটটি রেখে দিয়েছিলাম সুভেনির হিসেবে। পরে আমার স্ত্রী কবে যে ঘরের বোঝা কমালেন জানতে পারিনি। তবে সে যাত্রায় প্রেসক্লাব হলো না। কারণ, সব মত এক হয়নি।

উদ্যোগ অবশ্য থেমে থাকেনি। স্থানীয়দের সাথে ঢাকার সাংবাদিক নেতারাও মাঝে-মধ্যে শরীক হতেন। কিন্তু কোনটিই আলোর মুখ দেখেনি। সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোবহান চৌধুরীর উপস্থিতিতে এস্টোরিয়ার কস্তুরী কান্ট্রি ক্লাবে সাংবাদিকদের বৈঠক হয়। সে চেষ্টাও সফল হয়নি। পরে জ্যাকসন হাইটসের মেঘনায় ঢাকার সাংবাদিক নেতা মরহুম গিয়াস কামাল চৌধুরী ও রিয়াজউদ্দিন আহমদের উপস্থিতিতে পক্ষ-বিপক্ষ সবার এক বৈঠকে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আলো ছড়ায় খানিকটা। সমঝোতার খবরও বের হয় পত্রিকায়। কিন্তু এ সমঝোতার স্থায়িত্ব ছিল এক বা দু'দিন।

মরহুম মিনার মাহমুদের উদ্যোগটি ছিল বেশ আশাব্যঞ্জক। আহ্বায়ক কমিটি গঠন, সাংবাদিকদের তালিকা প্রণয়ন, যোগাযোগ সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল এবার কিছু একটা হবে। এ প্রক্রিয়ার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন সাংবাদিক তাসের মাহমুদ ও আবু তাহের। দিন-ক্ষণ চূড়ান্ত করেও এ যাত্রায়ও কিছু হলো না। কারণ ওই একই। ভিন্ন ভিন্ন মত। অভিন্ন না হলে হবে কি করে?

সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এলো ২০০৯ সালে। দৈনিক সংবাদ এর সম্পাদক বজলুর রহমানের মৃত্যুতে শোকসভার আয়োজন করা হয় জ্যাকসন হাইটসে সাপ্তাহিক দেশবাংলা অফিসে। সে সভায় জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রাক্তণ সভাপতি মরহুম ফাজলে রশীদ সহ নিউইয়র্কে কর্মরত বাংলাদেশের অধিকাংশ সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। ওখানে খুব গুরুত্বের সাথে প্রেসক্লাবের প্রয়োজনীতা নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় যে কোন মূল্যে প্রেসক্লাব করতেই হবে। দেশ বাংলা সম্পাদক ডাঃ চৌধুরী সারোয়ারুল হাসানের দু'টি ঘোষণা খুব ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এক, হোক না আরেকটি, আমরা আমাদেরটা করবোই। দুই, প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে দেশবাংলা অফিস।

অবশেষে প্রেসক্লাব আলোর মুখ দেখলো। গঠিত হলো নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। গঠনতন্ত্র হলো। আমি, মাহফুজুর রহমান ও শিহাব উদ্দিন কিসলুর নামে নিউইয়র্ক স্টেটের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলো। সাধারণ সভায় আমাকে সভাপতি ও শিহাব উদ্দিন কিসলুকে সাধারণ সম্পাদক করে প্রেসক্লাবের প্রথম কমিটি গঠিত হলো।

যাত্রা হলো শুরু। এ যাত্রা আজ আরো বেগবান। ডাঃ ওয়াজেদ এ খান ও মনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে যে নতুন কমিটি অভিষিক্ত হতে যাচ্ছে তারা ক্লাবকে আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করবেন এ প্রত্যাশা থাকবে। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-নামে যে ছাতা তার নীচে যেন সকল সাংবাদিকের সমাবেশ ঘটে। এই সঙ্গে পেশার মর্যাদা ও সাংবাদিকতার আদর্শকে সর্বদা সমুন্নত রাখতে অবদান রাখবে।

সবাইকে অভিনন্দন।

লেখক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ
প্রেসক্লাব এর
অভিষেক সাফল্য
কামনা করছি

Fakrul Islam Delwar

Community Activist & Businessman
Founder & President, Jamaica Bangladesh Friends Society
Member Community Board # 8
President, American Bangladeshi Business Alliance
Queens Census 2020 Count Committee Member

Candidate for New York City, Council District 24

কাছ থেকে দেখা একজন সাংবাদিক

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব না থাকলেও প্রচন্ড ক্ষমতাবান হলেন সাংবাদিকগণ, সে যে কোন রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাই হোক না কেন। ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া কিংবা সৌদি আরব - এসব দেশে সাংবাদিক নির্যাতন, হত্যা কিংবা সাংবাদিকদের স্বেচ্ছা নির্বাসন হচ্ছে প্রতিনিয়তই কিন্তু নন্দিত হন দেশে-বিদেশে। এতই সম্মানের সহাবস্থানে অধিষ্ঠিত তারা।

রাজনৈতিক আদর্শ ও দলের সাথে সম্পৃক্ততা নেই - এমন সাংবাদিক প্রায় বিরল। আর এজন্যই অধিকাংশ সাংবাদিক দল, মতের উর্ধে ওঠে বস্তুনিষ্ঠভাবে অতীত বা চলমান ঘটনা, বার্তা ইত্যাদি নিয়ে নিরেপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে সংবাদ পরিবেশন বা উপস্থাপন করতে অনেক সময় পারেন না। বাংলাদেশের মত দেশে এটি সত্য, সর্বাংশে না হলেও। সাংবাদিকতাকে যারা পেশা হিসেবে নিয়েছেন যারা জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন বা উভয়ই - তাদের বেলায় এ মূল্যায়ন কমবেশী প্রযোজ্য । প্রয়াত বন্ধু অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত, বগুড়ার চাঁদনীবাজারে জাহেদুর রহমান, প্রয়াত স্নেহভাজন জগলুল আহমেদ চৌধুরী কিংবা ঘনিষ্ট সুহৃদ মরহুম আফতাব আহমেদ - এদের সবার বেলায়ও সত্যের তেমন হেরফের হতে পারে না ।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সকল নাগরিকেরই জন্মগত অধিকার। তবে, সাংবাদিকদের বেলায় এ অধিকার নৈর্ব্যক্তিক নাহলে তা দেশের জন্য, জাতির জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনে। সংবাদ বাস্তবভিত্তিক ও বস্তুনিরেপেক্ষ না হলে তা সত্যাশ্রয়ী হবে না - একথা বলাই বাহুল্য। সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, যথার্থভাবে প্রেক্ষিত সহ উপস্থাপন সাংবাদিকের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কিছু গুণ। সাংবাদিককে কথা বলা ও লেখায় পারদর্শী হতে হবে, দক্ষ কম্যুনিকেটর ও সত্যানুসন্ধানী হতে হবে। আর এ গুণাবলী আমি আমার দেখা যে ক'জন হাতে গোনা সাংবাদিকের মধ্যে অকৃত্রিমভাবে পেয়েছি তাদের মধ্যে মরহুম গজনফর আলী চৌধুরী অন্যতম । আমার স্বল্পকালীন সাংবাদিকতার যে অভিজ্ঞতা, তা গজনফর আলী চৌধুরী'র মধুর সাহচর্যে শুর হয়েছে । তার কাছেই হাতেখড়ি।

গজনফর আলী চৌধুরী সংবাদপত্র জগতে আসেন পাকিস্তান আমলে। বাংলাদেশে কয়েক বছর দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি । যুক্তরাষ্ট্রে এসে এ পেশার নেশা ও ব্রত ছাড়তে পারেন নি। 'সংবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক একক প্রচেষ্টায় (অবশ্য তাঁর সহধর্মীনির সক্রিয় সহযোগিতা ও সম্পৃক্তকরণ সবসময় ছিলো) প্রকাশ করেন। এক সময় অবশ্য নিতান্তই পারিবারিক, স্বাস্থ্যগত ও স্থানান্তজনিত কারণে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আমরা যারা তাঁর সাথে কাজ করতাম বাধ্য হয়ে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের সাথে যুক্ত হই। সম্পাদক আফতাব আহমেদের অকাল প্রয়াণের পর ডা: ওয়াজেদ এ খান এ দায়িত্ব নেন। আমি এক্সিকিউটিভ এডিটর পদ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিলেও মরহুম গজনফর আলী চৌধুরী'র ধ্যান ও শিক্ষা ধারণ করে পত্রিকাটির সাথে সম্পৃক্ততা রক্ষা করে চলেছি।

আপাদমস্তক সাংবাদিক, মনেপ্রাণে একজন সংবাদপত্র সেবী গজনফর আলী চৌধুরী ছিলেন নির্লোভী মানুষ। বৈভব, রাজনৈতিক পরিচিতি ও পারিবারিক প্রভাব খাটিয়ে তিনি সংবাদমাধ্যম জগতে, কিংবা সরকারের উঁচু পদে সমাসীন হতে পারতেন। তাঁর বন্ধু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কিংবা নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রমুখের মত কিন্তু সরল সোজা মানুষটির পদের প্রতি লোভ ছিলো না, সারা জীবন কমিউনিটি, দেশ ও জাতির সেবা করে গেছেন ভীষণ পরোপকারী সৎ মানুষ গজনফর আলী চৌধুরী।

লেখক: সাবেক অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন মহা-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

PARBOILED BASMATI RICE

KATARI RICE

PARBOILED BASMATI RICE

GOLD PARBOILED BASMATI RICE

আমি যখন নিউইয়র্কে আসি,
তখন **মান্নান'র চাউল**
দিয়ে পোলাও / ভাত রান্না করি
কেকা ফেরদৌসী। (বিশিষ্ট রন্ধন শিল্পী)

Mannan

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
বৃহৎ হালাল সুপার মার্কেট

বিভিন্ন পণ্যের সেল চলছে

Mannan Supermarket
166-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: (718)657-4585

Mannan Supermarket
75-19, 101 Ave. Ozone Park, NY 11416
Tel: (718) 848-0895

Mannan Sweet & Restaurant
75-13, 101 Ave. Ozone Park, NY 11416
Tel: (718) 480-6880

MANNAN DISCOUNT OZONE PARK, INC
76-06, 101 Ave. Ozone Park, NY 11416

Food Fair Halal Super Market
39-32, 62nd St. Woodside, NY 11377
Tel: (718) 255-1920

ABDULLAH SUPERMARKET
74-16 101 Ave. Ozone Park
NY 11416 Tel: (718) 843-7000

For Any Complain Or Your Suggestion Please Email @ **Mannan3343@yahoo.com**

ভারতে এনআরসি'র রাজনীতি

ড. মাহবুব হাসান

প্রসঙ্গ ভারতের নাগরিকত্ব আইন (এনআরসি) নিয়ে। এই আইনের জোরে অনেক ভারতীয়কে 'দেশহীন' করে ফেলছে। অর্থাৎ যারা আইনের ধারায় পড়বে না, তাদের নাগরিক থাকার কোনো অধিকারই নেই। যদি তারা নাগরিক না থাকতে পারেন, পঞ্চাশ বছর ধরে সে-দেশে বসবাস করার পরও, সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেবার পরও যদি সেই ব্যক্তি দেশ ও নাগরিকত্ব থাকায়, তাহলে তিনি বা তারা কোথায় যাবেন? তাদের কোথায়? তারা কোন দেশের নাগরিক?

এ-কারণেই ভারতের মোদী সরকারের এই এনআরসি'র বিরোধিতা করে রাস্তায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। সেই রাজনৈতিক দল হচ্ছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসসহ প্রগতিশীল বামধারার রাজনৈতিক দলগুলো।

ভারতের মোদী সরকারের এ-হেন অমানবিক ও অযৌক্তিক আইনের বিরোধিতা করেছে বিশ্বের সেরা সব বুদ্ধিজীবী। তাদের মধ্যে আছেন নোয়াম চমস্কি, রমিলা থাপার ও অরুন্ধতি রায়। রমিলার সিভি যারা পড়েছেন তারা জানেন এই মহিলা কতোটা প্রজ্ঞার অধিকারী, কতো পুরস্কার তিনি পেয়েছেন আমেরিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

এরা বলেছেন ভারতের মোদী সরকার খুব খারাপ কাজ করেছেন। আমার ধারণা এবং বিশ্বাস এ-সব প্রজ্ঞাবান মানুষকে মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করেন, মুসলমান বা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা জুইশ বা ইহুদি হিসেবে নয়। সেই বিবেচনা থেকেই তারা বলেছেন ভারত সরকারের উচিত এই আইন বাতিল করে সবাই একসাথে বসবাসের নীতি অবলম্বন করুক। এ-কথা বলার কারণ মোদী ও অমিত শাহ এবং বিজেপি চায় ভারত থেকে মুসলমানদের উৎখাত করে দেশটিকে রামরাজ্য বা হিন্দু স্টেটে পরিণত করতে। কিন্তু শত শত বছর বা বলা উচিত হাজার বছর ধরে ভারতে মুসলমানদের বসবাস। সেই বাসকে অস্বীকার করার পেছনে যে দুরভিসন্ধি, তা সবকিছুর আগে বুঝতে হবে। কেবল হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বসবাসের বিষয় নয়, ভূ-রাজনৈতিক রাজনীতির সুদূরপ্রসারী অভিসন্ধী থেকে জাত পরিকল্পনাই যে এর পেছনে ক্রিয়াশীল এবং তা বিশ্বব্যাপী, সেটাও মনে রাখার জন্য বলছি। আজকে গোটা বিশ্বেই মুসলিম বিরোধী মনোভাব, মুসলমানদের একঘরে করার চেষ্টা এবং সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই যে 'দ্য ক্লাস অব টু সিভিলাইজেশনকে চিহ্নিত ও চিত্রিত করেছিলেন রাজনৈতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক হান্টিংটন, সেই মিস ইন্টারপ্রেটেশনের অভিঘাত বিশ্ব জুড়ে চলছে। বিশ্ব রাজনীতির মোড়লদের বিভিন্ন দেশের মিনারেল সম্পদ লুটে নেবার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দেশে দেশে, জাতিতে, জাতিতে, গোত্রে-গোত্রে, পৈচাশিক যুদ্ধ-সংঘাত ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এটাই মূল খেলা বিশ্ব মোড়লদের, যারা সম্পদ লুটে নিয়ে এখন ধনবান তালিকার শীর্ষ বসে আছে। অস্ত্র বিক্রির জন্য যুদ্ধ চাই, মানুষ হত্যার জন্য সংঘাত অনিবার্য করে তোলো। বিরোধ উস্কে দাও, সন্দেহ ঢুকিয়ে দাও, লোভের আগুন জ্বেলে দাও রক্তপিপাসুদের অন্তরে। এ-সবেরই নবতর রূপ ভারত। এর সূচনা হয়েছে কাশ্মির দিয়ে, আর এ-যাত্রার অবসান হবে ভারত ভূমি থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে। পুরোপুরি বিতাড়িত করতে না পারলেও তাদের সংখ্যা এতোটাই প্রান্তিক করে ফেলা হবে যাতে তারা সংখ্যাগুরুর চাপে পিষ্ট থাকে।

আরো একটা বিষয় পরিস্কার হওয়া জরুরি। তাহলো, ধর্ম নিয়ে মতভেদ। যেমন কিছু লোক মনে করে তারা হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বা করে। কিছু লাকের ধারণা তারা মুসলিম হয়ে জন্মেছে। কিন্তু আদতে তারা হিন্দু বা মুসলিম হয়ে নয়, জন্মেছে মানুষ নামক প্রাণী হিসেবে। যে মহিলা তাকে জন্ম দিয়েছেন, তিনি হিন্দু ঘরের বলে তিনি মনে করেন তিনি হিন্দু। বা তিনি মুসলিম বা খ্রিস্টান বা ইহুদি হলে তার শিশুরা ওই সব ধর্ম নিয়ে জন্মায় না। ওই পরিবারে আচরিত সংস্কৃতি তাকে ওই সব ধর্মে চিহ্নিত করে। আমার ধারণা, হিন্দু কোনো ধর্ম নয়, ওটি একটি কালচারের নাম, যা হিন্দুইজমের অন্তত। কিন্তু ইসলাম হচ্ছে একটি ধর্মের নাম। তার কালচারাল নাম মুসলিম বা মুসলিমইজম। প্রত্যেক ধর্মের প্র্যাকটিস অংশ তার কালচারাল বিহেভ। তাই দেখা যায় প্রত্যেক ধর্মের লোকেদের কালচারাল বিহেভ বিভিন্ন রকম। এই বৈচিত্রই সৌন্দর্য্যময়। এই সহাবস্থানের সৌন্দর্য যারা ধ্বংস করতে চায় তারা হিংস্র প্রাণীর চেয়েও শতগুণ হিংস্র বলে আমি মনে করি। ধর্ম নয়, মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হোক। তাহলেই আর বসবাসের সহাবস্থান শান্তিময় হবে। আর রাজনৈতিক লোভের, ক্ষমতার লোভের যাত্রা বন্ধ হলে মানব জনম সার্থক হবে বলে আমার ধারণা ও বিশ্বাস।

লেখক: মুক্তিযোদ্ধা, কবি-সাংবাদিক।

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE

ভিওএইচ নিয়মে
$১৯.০৯
প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর নতুন কমিটিকে

অভিনন্দন

আপনি যদি অসুস্থ ও শারিরীকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন

তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

CDPAP প্রোগ্রাম এর অধিনে সেবাদানকারী হিসাবে আপনি আপনার সন্তান, আত্মীয় স্বজন

বন্ধু-বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশীসহ আপনার

পছন্দের যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন।

M Hossain Ishtiaque
CEO

168-22 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432

2165/B Starling Ave,
Bronx, NY 10462

Tel: 917-300-6463, 516-744-7544, Fax: 516-744-7111
E-mail: essentialcareny@gmail.com

একখন্ড আলোর ঝলক

এবিএম সালেহ উদ্দীন

উনিশ শো আশির শেষ দিকে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ক্ষীপ্রতার দিকে এগুচ্ছে। শীতকালীন ছুটিতে দেশে গেলাম। ঢাকার সেগুন বাগিচায় শিল্পকলা একাডেমি চত্তরে একটি চিত্র প্রদর্শনী চলছিল। বন্ধু জাহেদ বলল, চল চাংপাইতে যাই। চাইনিজ খাব। আমি বললাম, এত খেতে হবে কেন। তার চেয়ে চল তোপখানার দিকে যাই। জাহেদ কথা বাড়ালো না।

একটি তিন চাকা'র রিক্সার উপর বসে গেলাম। অত:পর প্রেসক্লাব। ভাষা আন্দোলনের বীরত্বের উপর একটি সেমিনার। পাকিযুগের শুরুতেই রাষ্ট্র সন্ত্রাসের সূচনায় আমাদের উপর প্রথমে যে আঘাতটি হানে:তা হল আমাদের বাক- স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ।

জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জ এ ভাষা সৈনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ'র সভাপতিত্বে গুরুগম্ভীর সেই অনুষ্ঠান।

ছিমছাম ভাব-গম্ভীর পরিবেশ। স্বনামধন্য ভাষাসৈনিকের মধ্যে কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলী, নুরুল হক, এটর্নি জেনারেল আমিনুল হক, এক সময়কার দু: সাহসী আওয়ামী লীগ নেতা এম এ মোহায়মেন, সাংবাদিক এ জেড এম এনায়েত উল্লাহ খান, অধ্যাপক আবদুল গফুর, কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ ও ফজল শাহাবুদ্দীন সহ বেশ কয়েকজন প্রথমসারির বুদ্ধিজীবী আলোচনায় অংশ নিলেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জাগরণ। আমাদের জনজাতিকে পরিশুদ্ধ ও নন্দিতকরণের প্রয়াসে লেখক সাংবাদিকের ভূমিকা। মাঝে মাঝে আলস্য জড়িমা কাটিয়ে আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন'র অগ্নিঝরা দিনের স্মৃতিচারণ।

পাকিস্তানি শাসনামলের শুরুতেই ভাষার স্বাধিকারে কলম ও অস্ত্র হাতে নেওয়ার অদম্য সাহস দেখিয়ে শাহেদ আলী সম্পাদিত 'সৈনিক' পত্রিকার ভূমিকা , এরশাদীয় শাসনের খুঁটিনাটি ত্রুটির যৎ-কিঞ্চিৎ অবশেষে আমাদের অস্তিত্ব সংকট ও পরিত্রাণের উপায় ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত।

'স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষাকল্পে রাতারাতি কিছু করে ফেলা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন গণমানুষের কাতারে শামিল হওয়া। মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকার রক্ষা করা। মানুষের সুখ দু:খের সঙ্গী হওয়া। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্রোত এবং লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও জনগণের সম্মিলিত প্রয়াস না থাকার কষ্ট। স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানকারীর অবমূল্যায়ন ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের প্রতি অবহেলা এবং সর্বপরি মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস প্রনয়ণের রাষ্ট্রপুঞ্জের সঠিক উদ্যোগের অভাব নিয়ে কথা এবং ইত্যকার দু:খবোধে আক্রান্ত একধরণের শান্ত বিষন্নতার ছাপ। অত:পর বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার গুরুত্ব এবং সংবাদ মিডিয়ার মিডিয়ার প্রতি হস্তক্ষেপ না করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন' সংক্রান্ত আর্শ্চয গভীর আত্মমগ্ন ভাষণ যিনি দিচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন কিংবদন্তী সাংবাদিক আতাউস সামাদ। মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁর পুরোপরিবার সরাসরি জড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত আক্রান্ত । যাঁর বড়ভাই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। সেই পরিবারেরই সদস্যমহান সাংবাদিক আতাউস সামাদ।

তৎকালীন পাক হানাদারের রক্তচক্ষু তোয়াক্কা না করে যিনি তার শাণিত কলমকে অবারিত রেখেছিলেন। মামলা -হুলিয়া মাথায় নিয়ে যিনি সকল সাংবাদিককে মহান মুক্তিযুদ্ধের অংশীদার বানিয়ে নিতে অগ্রনী ভূমিকায় ছিলেন। প্রেরণা যুগিয়েছেন। সাহসী সাংবাদিকতার আপোসহীন যুগশ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রদ্ধেয় আতাউস সামাদের বক্তব্যের পর সভাপতির ভাব-গম্ভীর মৃদু গভীর তাৎপর্যময় সমাপণী বক্তব্যের পর অনুষ্ঠান শেষ।

অনুষ্ঠানে আগত ও বক্তব্য প্রদানকারী পরম শ্রদ্ধাভাজন কয়েকজনের সংগে দেখা করা । আমার প্রতি তাঁদের স্নেহসিক্ত কথাগুলো অত:পর মনে থাকবে। অত:পর শ্রদ্ধেয় আতাউস সামাদ ভাই'র আর্শ্চয দৃষ্টি । কবে কখন দেশে এলাম ইত্যকার কথা শেষে বিদায় নিলাম।

প্রবাসের কষ্ট-কঠিণ যাপিত জীবনে সেইসব মহাপুরুষের সান্নিধ্য এবং এই নিরাসক্ত জীবনে চেনা-অচেনা কতশত মহারতিদের ভীরে এখনও স্মৃতি থেকে হাঁরিয়ে যায় নি । অকপট মরমি ভঙ্গির আমাদের সেই মহান সামাদ ভাই আজও অজস্র স্মৃতিতে আজও দীপ্যমান আলোর ঝলক।

দার্শনিক কারলাইল এর একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে শেষ করব।

-"মহৎ মানুষের সত্যিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারের।"

আমরা তাঁদের কখনও যেন ভুলে না যাই।

লেখক : কবি ও কলামিস্ট ।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এর
নতুন কমিটি ও সকল সদস্যদেরকে

অভিনন্দন

হাসানুজ্জামান হাসান

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, যুক্তরাষ্ট্র

মতাদর্শিক সাংবাদিকতা বনাম দলবাজির সাংবাদিকতা

মাহাথীর খান ফারুকী

সময়ে সাংবাদিকতা চর্চায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার ও প্রকাশ ছিল চলমান ব্যাপার । সোভিয়েত ইউনিয়ন সময়কালে বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন সাংবাদিকতা চর্চা করেন তারা বামপন্থিদের মতো সকল সংবাদকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করে থাকেন; যা সাংবাদিকতার নিজস্ব মতবাদ বা নীতিমালার শুদ্ধ চর্চা কিনা প্রশ্ন আছে। কারণ হিসেবে বলতে হয় শর্ত সাপেক্ষে সাংবাদিকতায় সব মতের ও বিশ্বাসের প্রচার ও প্রকাশের সমান অধিকার রয়েছে ; যা সংবিধান স্বীকৃত । সমাজতন্ত্রে অন্য সব মতবাদকে আগেই বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে দেশে দেশে রাজনৈতিক দল বিশেষত ক্ষমতাসীন দল সর্বসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করে চলেনি এবং চলছেও না। চীন এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। আর এখানে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়া সর্বসাধারণের অধিকার রক্ষক । রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ কখনো একদলীয় বা নির্দিস্ট মতবাদের তাবেদার হতে পারে না । যেমনটি রাষ্ট্রের অন্য স্তম্ভ আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের কাছে জনগণ , সার্বজনীনতা প্রত্যাশা করে।

পাশাপাশি বুর্জোয়া তথা পুজিবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাবে সাংবাদিকগণ তাদের নিজস্ব স্বাধীন চর্চা থেকে সটকে পড়ে দলবাজি চাটুকারিতায় মেতে ওঠেন। নির্লজ্জভাবে নিজেকে কথিত 'জাতিয়তাবাদী' চেতনায় সাংবাদিকতাকে সম্পৃক্ত করে মানে-ধনে সমৃদ্ধ করতে 'বিশেষ দল খ্যাত' হয়ে ওঠেন। ফলে সাংবাদিকতা পড়ে অসহায়ত্বে ; পরিণতি- সুনির্দিষ্ট মতাদর্শের ক্রিড়নকে । যা সাংবাদিকতার মূল আদর্শকে তথা বহুমতের স্বাধীন তথ্য-চর্চা। প্রচার ও সম্প্রচারকে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমিত করে ফেলে । যেমনটি সিএনএন আমেরিকা দেখে দেশে দেশে দলীয় সাংবাদিকতার দিক্ষা নিচ্ছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেমন বহুমতের ও মতাদর্শের অবস্থান ও চর্চা বহুল প্রচলিত; তেমনি সাংবাদিকতা চর্চায় বহুমত ও পথের স্বাধীন উপস্থাপন, প্রচার, প্রকাশ, সম্প্রচার বা শব্দচার (পডকাস্ট)অনিবার্য। ইদানিং জাতিয়তাবাদের নামে (হতে পারে বাঙালী,বাংলাদেশী, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টান অথবা ভাষা কিংবা লিঙ্গ ভিত্তিক) সাংবাদিক বা সাংবাদিকতাকেও বিভাজনে বাধ্য করছে কোন কোন রাজনৈতিক দল বা সরকার ব্যবস্থা । যেমন: মায়ানমার, ভারত, বাংলাদেশে প্রবল এই ধারা। হিলারীর লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি আর ট্রাম্পের খ্রিষ্ট আমেরিকা কিংবা ইহুদীবাদী ইসরাইলেরও এ প্রবণতা শক্ত। এর ব্যতয় ঘটলে দেশবিরোধী তকমা লাগতে সাংবাদিকের বেশী সময় লাগবে না । কিংবা ভিনদেশী দালাল বা গোয়েন্দা এজেন্ট অপবাদ নিয়ে চলতে হবে সাংবাদিকদের।

আরেক ধারার চর্চা হচ্ছে অনলাইন সাংবাদিকতায় । কিছু অনলাইন বাংলা পত্রিকা বা আইপিটিভি দেশে এবং বিদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চলছে। আবার কিছু ব্যক্তি সাংবাদিক স্বাধীনভাবে ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুকিং সাংবাদিকতা করেও দেশ জাতি উদ্ধার করছেন । যা একেবারেই সাংবাদিকতার নীতিমালা বর্জিত, অসম্পাদিত, সময়ে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের ব্যাপক ব্যবহার ও প্রচার-সম্প্রচার হচ্ছে। যেখানে হিরো এবং আলমরাও এ অর্থে সাংবাদিক হয়ে ওঠছে।

বিশ্ব পরিসংখ্যানে ওঠে এসেছে, বিশ্বের মোট জনসংখার ৪.৪৮ বিলিয়ন মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় আছে । এরমধ্যে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৮ শতাংশ রয়েছে । এ প্রেক্ষপটে অনলাইনে ব্যক্তি সাংবাদিকতা কড়া নজরদারির মধ্যে চললেও ক্ষেত্র বিশেষে অপেশাদার। সাপ্রদায়িক উপস্থাপনা, ধর্মীয় বিভাজন বা উস্কানি, সংখ্যালঘুদের পক্ষে মিথ্যা ছড়ানোসহ অপেশাদার উপায়ে ক্ষেত্র বিশেষে প্রপাগান্ডা করে বেশ ' লাইক' সংগ্রহ করছেন। পয়সাও কামাচ্ছেন অনেকে। আবার অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার আমলা দ্বারা আবিষ্ট হয়ে অনলাইনকে নিজেদের জনমত গঠনে কাজে না লাগিয়ে বরং নিয়ন্ত্রণে আইন তৈরীতে ন্যাস্ত। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার পুতিন, আমেরিকার ট্রাম্প কিংবা মায়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের মতো অতোটা আইসিটি দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। আর যদি পারতো তাহলে ভোটের আগে সনাতনী পদ্ধতিতে ভোটের বাক্স ভর্তি করতে হোত না । জনগণকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রভাবিত করে (নেতিবাচক অর্থে) ভোটারদের সরাসরি ভোটেই বার বার ক্ষমতায় আসতে পারতো।

এখন আসা যাক গণতন্ত্র ও উন্নয়ন রাজনীতি প্রসংঙ্গে । উন্নয়ন তাত্তিকদের বেশীর ভাগ সুষম উন্নয়নের জন্য 'গণতান্ত্রিক পরিবেশকে পূর্বশর্ত বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা, ব্যক্তি ও দলের ভিন্ন মত চর্চাকে দলিত করে মন্ড বানিয়ে কথিত 'গণতন্ত্র' নামে যে চর্চা হচ্ছে তা নিয়ে সাংবাদিকদের মতপার্থকের সুযোগ কোথায়? 'উন্নয়ন' জিকির তোলে মানুষের গলাটিপে ধরে আর সেই অপকর্মটিকে নিরবে স্বীকৃতি দিয়ে; সাংবাদিকতা চর্চায় কোন আদর্শে অবস্থান?

দলবাজি সাংবাদিকতা কেন প্রয়োজন? দলীয় সরকারের সময় সুযোগ সুবিধা নেয়া ! দলীয় ধনী লোকদের বা মালিকদের পক্ষে তাবেদারী করে সামাজিকভাবে নিজেকে যুক্ত করতে চান? অথবা চান ভবিষ্যতে সাংবাদিক কোটায় স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে দলীয় নির্বাচন করতে? রাজনীতিবিদ হতে চাইলে 'সাংবাদিক-রাজনীতিবিদ' হওয়ার প্রয়োজন আছে কি? রাজনীতির যদি করতে চান সরাসরি রাজনৈতিক দলে যুক্ত হোন; রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করুন । সাংবাদিকরা আপনার ভালমন্দ কর্মকান্ড 'কাভার' করবে; প্রচার ও সম্প্রচার করবে। এটি সোজা পথ নয় কি? ভন্ডামি না করে রাজনৈতিক দলের কমিটি থেকে পদত্যাগ করুন বা রাজনৈতিক দলের তাবেদারী ছেড়ে সাংবাদিকতার তাবেদার হোন দয়া করে। এতে প্রথমত আপনি বাচবেন দ্বিতীয়ত 'সাংবাদিকতা' বাচবে।

আরেক ধরনের দলবাজ সাংবাদিক রয়েছে যাদের সব পেশাগত কর্মের ফসল বিরোধী দলের পক্ষে যায় ; তারা সরকারের দুর্নীতি অনিয়ম বের করে আনেন জীবন বাজি রেখে; মূলত সরকারী দলটিকে পছন্দ করেন না তাই । বিরোধী দলটি যখন পুনরায় ক্ষমতায় যায় তখন তিনি আবার তাবেদার দলীয় সাংবাদিক হয়ে ওঠেন। তাহলে 'সাংবাদিকতা' গেল কোথায় ? রইলো বাকি কি? দলীয় প্রধানরাও ঘরোয়া পরিবেশে এসব পরজীবী সাংবাদিকদের নিয়ে হাস্যরস করে থাকেন। পেশাদার অবস্থান থেকে সরিয়ে তাদেও তাবেদার বানাতে পেরে। কারণ রাজনীবিদরা তাদের পেশায় 'রাজনীতিপন্থী' বটে।

শুধু সাংবাদিকতা পেশা নয় আপনি যে পেশায়ই থাকুন না কেন সেই 'পেশার' একটা নীতিমালা, আদর্শ, কমিটমেন্ট থাকে যেমন ধরুন আপনি একজন আমলা-সরকারী প্রশাসক, শিক্ষক কিংবা বিচারক। সেই বিচারক দলবাজি করলে তাদের বিচার, দলবাজ শিক্ষকের প্রবন্ধ, দলীয় প্রশাসনের কথিত সুশাসন আপনার কাছে পক্ষপাতদুষ্ট মনে হবে নয় কি? তাই বামপন্থী,ডানপন্থী, আওয়ামী পন্থী, বিএনপিপন্থী হওয়ার চেয়ে, শিক্ষকপন্থী, বিচারকপন্থী এবং সাংবাদিকপন্থী হওয়া নিসন্দেহে অনেক সন্মানজনক নয় কি? শেষ করবো রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি দিয়ে যার সার কথা হলো -তেলাপোকার মতো পালিয়ে হাজার বছর বেচে থাকার চেয়ে ডাইনোসরের স্বল্পায়ু অনেক স্মরণীয়-বরনীয়। নিজস্ব পরিচয়ে বাঁচবেন না দলবাজি করে আত্মপরিচয় গোপন করে বাঁচবেন- সিদ্ধান্ত আপনার।

লেখক: সাংবাদিক ও সদস্য - নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব।

ALLIED
MORTGAGE GROUP

FHA | CONVENTIONAL | VETERANS | USDA | FIRST-TIME BUYERS | JUMBO | INVESTMENT | REVERSE | FOREIGN NATIONAL

NOW OPEN! NEW LOCATION IN THE HEART OF QUEENS!

164-19 HILLSIDE AVE., JAMAICA, NY 11432

DID YOU KNOW YOU CAN PURCHASE A HOME WITH AS LITTLE AS 3.5% DOWN?
WE PROVIDE PLENTY OF LOAN OPTIONS, SO GET PREQUALIFIED WITH ALLIED FIRST BEFORE YOU START YOUR HOUSE HUNTING!

Muhammed Jan Fahim, NMLS 21812
Senior Loan Officer
Cell: 516.348.3428 | Office: 718.521.6870
Fax: 631.610.2713
164-19 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432
Email: mfahim@alliedmg.com
Web: mohammedfahim.alliedmg.com

No Income Check
No Tax Return needed
Up to 75%
Purchase or
Refinance

CONTACT ME TODAY TO DISCUSS YOUR OPTIONS!

Allied Mortgage Group Inc. (NMLS #1067) corporate office is located at 225 E. City Avenue, Suite 102, Bala Cynwyd, PA 19004 (610) 668-2745. The content in this advertisement is for informational purposes only. This is not an offer for extension of credit or a commitment to lend. All loans are subject to underwriting guidelines and are subject to change without notice. Allied Mortgage Group is not affiliated with any government agency. Loan programs may not be available in all states.Licensed Mortgage Banker - NYS Department of Financial Services. Full licensing is found at www.nmlsconsumeraccess.org.

EQUAL HOUSING LENDER

ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা

কাজী জহিরুল ইসলাম

জ্যামাইকার আড্ডাগুলো আস্তে আস্তে জমে উঠছে। জমে উঠছে এই অর্থে নয় যে লোক সমাগম বাড়ছে, আড্ডার বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় এবং এক অর্থে শিক্ষনীয়ও হয়ে উঠছে। অবশ্য আড্ডাকে শ্রেফ আড্ডার জায়গায়ই দেখতে চান কেউ কেউ। আমি তা চাই না, এজন্য অনেক আড্ডাই আমার কাছে পানশে লাগে এবং পরে আফসোস করি, কেন অযথা সময় নষ্ট করলাম। অতি সম্প্রতি দুটো আড্ডা হলো জ্যামাইকায়। ড. মাহবুব হাসান, ড. আশরাফ আহমেদ, আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সাইফুল ইসলাম, আমি, আমার স্ত্রী মুক্তি জহির, কামরুন্নাহার মনিসহ আরো কয়েকজন ছিলেন।

একটি আড্ডা জুড়ে ছিল ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা। চাষযোগ্য উর্বর ভূমিপ্রত্নতার কারণে এখানে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। খাদ্যসমৃদ্ধি এবং অনুকূল জলবায়ু জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হওয়ায় এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অধিক জনবহুল হয়ে ওঠে। এখানে কিছু ধর্মের উৎপত্তি হয় আর কিছু ভিনদেশি ধর্মেরও আগমন ঘটে। খিলাফতোত্তরকালে পীর আউলিয়ারা ইসলাম বিস্তারের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়েন। ইয়েমেনি পীরেরা আসেন ভারতবর্ষে, পরে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি এসে বাংলাকে জান্নাতুল বালাদ বানানোর চেষ্টা করেন, আরো পরে মোঘলরা আসেন। খ্রিস্টান মিশনারীরা আসেন, শাসকেরা আসেন। এভাবে উপমহাদেশ হয়ে ওঠে নানান ধর্মের মানুষের দেশ।

ধর্মবৈচিত্র সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছে, আমাদেরকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে। ধর্মই যেহেতু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষের চিন্তার প্রধান অবলম্বন, নিজের, গোত্রের এবং সমাজের প্রধান নিয়ন্ত্রক, তাই ধর্মকেই শাসকেরা ব্যবহার করেছে ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য। অবশ্য সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের মোঘল শাসক সম্রাট আকবর ধর্মীয় সম্প্রীতি তৈরী করার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের একত্রায়নের লক্ষ্যে নতুন ধর্ম দ্বীন-ই- ইলাহী তৈরী করেছিলেন। ধর্মে রাজ-নির্দেশ কখনোই কার্যকর হয় না। এক্ষেত্রেও হয়নি।

দ্বীন-ই-ইলাহী নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু মতামত আছে। হিন্দু রাজপুত রাজা ভার্মল এবং তার স্ত্রী রাণি চম্পাবতীর কন্যা যোধা বাইকে বিয়ে করেছিলেন আকবর। যদিও এটা রাজনৈতিক বিয়ে ছিল, এ বিয়ের মধ্য দিয়ে রাজা ভার্মল মোঘল সাম্রাজ্যের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন। আকবর কিন্তু তার মহানুভবতা দেখিয়েছেন। যোধা বাইয়ের গর্ভেই জন্ম নেয় মোঘল সাম্রাজ্যের উত্তরসুরী বাদশাহ জাহাঙ্গীর। শুধু তাই নয় যোধা বাই হিন্দু ধর্মের রীতি-আচার রাজপ্রাসাদে পালন করতেন নির্দিধায়। ভিন্ন ধর্মের প্রতি আকবরের শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মুসলিম বাদশাহ কেন হিন্দু বিদ্বেষী হননি? রাজ্য নিষ্কন্টক রাখার জন্য? হয়ত সেটি একটি কারণ ছিল কিন্তু তিনি মুক্ত মনের মানুষ না হলে অন্য অনেক পন্থায় রাজ্য নিষ্কন্টক রাখার চেষ্টা করতে পারতেন, যেটা অন্য শাসকগণ করেছেন।

দুই ধর্মের সমন্বয়ে নতুন ধর্মের প্রবর্তন ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে এমন সুন্দর চিন্তা তার মধ্যে এলো কোত্থেকে? আকবরের জন্মের মাত্র তিন বছর আগে মৃত্যুবরণ করেন গুরু নানক দেব জি। তার রচিত শ্লোকগুলোই শিখ ধর্মের ভিত্তি এবং সেগুলো হিন্দু এবং মুসলিম দুই ধর্ম থেকেই নেয়া। শিখ ধর্ম তাদের ধর্মশালায় সকল ধর্মের মানুষকে আহ্বান জানায়। ধর্মান্তরিত হবার দরকার নেই, নিজ ধর্ম পালন করেই শিখ উপাসনালয়ে যাওয়া যায়, প্রার্থনা করা যায়। আমি নিজেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের গুরুদুয়ারায় বহুবার গিয়েছি। ইসলাম ধর্মের প্রচুর রীতিনীতি শিখ ধর্মে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় হিন্দু ধর্মেরও অনেক কিছু। গুরু নানক সকল ধর্মের ভালো দিকগুলোর চর্চা করতেন, তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্ম পালন করতেন না। এবং তার জীবদ্দশায় শিখ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার মৃত্যুর ১৬১ বছর পরে গুরু গোবিন্দ সিং জি শিখ ধর্ম প্রতীষ্ঠা করেন। আমি দ্বীন-ই-ইলাহী এবং শিখ ধর্মের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র দেখতে পাই।

যাই হোক আকবর ধর্মগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি তৈরী করে ভারতবর্ষ শাসন করতে চেয়েছেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, আকবর-উত্তর মোঘল সম্রাটেরা কিন্তু বেশ কজন শিখ ধর্মগুরুকে হত্যা করেন। এই হত্যাকান্ডও প্রমাণ করে আকবর গুরু নানক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যার কারণে তার উত্তরসূরীরা ক্রোধান্বিত হয়ে থাকতে পারেন। মোঘল শাসকদের কারণেই শিখদের সাথে মুসলমানদের একটি দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা তৈরী হয়। তবে মোঘল শাসনামলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রায় সর্ব সময়েই ছিল।

মোঘলদের হটিয়ে এলো ইংরেজ। তারা ধরলো উল্টো পথ। ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি এক্ষেত্রে অধিক

কার্যকর হবে মনে করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দিল। বৃহৎ জনগোষ্ঠী নিজেরা যুদ্ধে লিপ্ত হলে তৃতীয় পক্ষের জন্য খবরদারী করা সহজ হয়। হলোও তাই। এর আগে এগারো শতকে বৌদ্ধ পাল সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে যখন হিন্দু সেন রাজবংশ ক্ষমতায় আসে তখন হিন্দু রাজারা প্রচুর বৌদ্ধ নিধন করেছিল। কিন্তু মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের দা-কুমড়ো সম্পর্ক তীব্রতর হয় ইংরেজদের আমলেই।

১৯৪৭ সালে যখন ইংরেজ তাড়িয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো তখন হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোনো দুই ধর্মের সবচেয়ে জঘন্যতম সংঘাতপূর্ণ অবস্থায় ছিল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এখন তো আর হিন্দু-মুসলমান ইস্যু নেই। কিন্তু ক্ষমতায় টিকে থাকার তো একটিই কার্যকর সূত্র, ডিভাইড অ্যান্ড রুল। কীভাবে জাতিকে ডিভাইড করা যায়? হিন্দু-মুসলমান ইস্যু আর চলবে না এখানে। কাজে লাগাতে হবে অন্য কিছু। ফন্দি-ফিকির খুঁজে খুঁজে শাসকেরা পেয়ে গেছে বিভক্তির বীজ। সেই বীজের নাম ধর্ম নয়, মুক্তিযুদ্ধ। আজ জাতিকে পুরোপুরি দুভাগ করে ফেলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আর বিপক্ষের শক্তি হিসাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে ১৯৭১ সালেও ছিল অল্প কিছু মানুষ, আজও হয়ত হাতে গোনা কিছু মানুষই আছে। ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন, ৭৩ এর নির্বাচন-এর ফলাফলে জনগণের রায়, এসব দেখলেই বোঝা যায় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে প্রকৃতপক্ষে হাতে গোনা কিছু মানুষ ছিল। আজও এর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অথচ প্রচার প্রপাগান্ডা এতো তীব্র, মনে হয় যেন পুরো জাতি আজ দুই ভাগে বিভক্ত। তাই বারবার আমাদের ভয় দেখানো হচ্ছে সর্বনাশ, গণতন্ত্র দিলেই স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি ক্ষমতায় চলে আসবে। আর সেই ভয়ে আমাদের কাছে গণতন্ত্র হয়ে গেছে ভাসুর, নাম মুখে নেয়াও নিষেধ।

লেখক: প্রাবন্ধিক

Sagar
CHINESE
আমাদের নতুন শাখা এখন
জ্যাকসন হাইটসে
Jackson Heights
74-19 37th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 505-1002
(718) 505-1071
Pay Parking
Jamaica
87-47 Homelawn Street
Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 657-3333
(718) 657-3334
Bellerose
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY 11426
Tel: (718) 343-4444
(718) 343-4448
Parking Available

ফুলটাইম বনাম পার্টটাইম সাংবাদিকতা

মনিজা রহমান

নিউইয়র্ক শহরে পা রাখার পরেই বলতে পারেন আমার পেশাদার সাংবাদিকতা জীবনের মৃত্যু ঘটে। তবে এজন্য আমি যে খুব মর্মাহত ও শোকাতুর তা কিন্তু নয়। বরং কিছুটা স্বস্থিতে। ক্যারিয়ারের স্বর্ণালী সময়ে সবকিছু ছেড়ে আসার মধ্যে এক ধরনের বেদনামিশ্রিত আনন্দও আছে। একটু স্মৃতিকাতরতা, অতৃপ্তি তাড়া করে ফেরে বার বার। তবে আমি একদম হারিয়ে যাইনি। জীবনের সবচেয়ে বেশী সময়, মনোযোগ ও ভালোবাসা যেখানে বিনিয়োগ করেছি তাকে এত সহজে ছেড়ে দেই কিভাবে! তাই টিম টিম করে আবার আমি জ্বলতে শুরু করলাম। ক্রীড়া সাংবাদিকতার ভোল পাল্টে কখনও হলাম কলামিস্ট, কখনও ফিচার লেখক, কখনও বা ফ্যাশন পাতার সম্পাদক। এভাবে ফুলটাইম থেকে পার্টটাইমে রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হল, চলছে অবিরত, - তাই যেভাবে হোক সাংবাদিকতার মায়া ছাড়তে পারিনি আজো।

নিউইয়র্ক সিটির বাংলা পত্রিকাগুলো কমিউনিটি নির্ভর এবং ওয়ান ম্যান শো প্রায় সর্বত্র। যিনি পত্রিকার সম্পাদক, তিনিই একাধারে রিপোর্টার-ফটোগ্রাফার, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন ম্যানেজার, পিয়ন এবং অফিস রুম ঝাড়ুও দেন। বিশেষায়ণের কোন সুযোগ নেই এখানে। তাই ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে আলাদা পরিচয় ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব। কারণ, কি খেলা কভার করবেন, সেটারও নেই কোন স্পষ্ট দিক নির্দেশনা। বাংলাদেশের ক্রিকেট বা ফুটবল হলে, তার জন্য ঢাকার ক্রীড়া বিভাগ আছে। আর আমেরিকার খেলাধুলা হলে সেটার পাঠক চাহিদা কি সেটা বুঝতে হবে। কারণ এখানে বাংলা পত্রিকার পাঠকদের কাছে ক্রিকেট আর ফুটবল হল প্রিয় খেলা। আমেরিকায় ক্রিকেট চর্চা নেই। আর বাংলাদেশে যাকে ফুটবল বলে, সেটা এখানে সকার। আর যাকে বলে আমেরিকান ফুটবল, যেটা অনেকটা রাগবীর মতো, প্রচন্ড জনপ্রিয়তা এখানে, কিছু তার বাংলাদেশী ফলোয়ার নিউইয়র্কে হাতে গোনা। বেসবল, বাস্কেটবলের প্রতি আগ্রহ আছে এখানকার নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের। কিন্তু তারা বাংলা পত্রিকা পড়ে না। মানে তারা বাংলা পড়তে পারে না। এদিকে আমার যে ইংরেজী ভাষার ওপর জ্ঞানের গভীরতা তাতে কোনরকম কাজ চালাতে পারি, কিন্তু এখানকার মূল মিডিয়ায় সাংবাদিকতা সম্ভব নয়।

যে কারণে একজন ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে আমি এখানে রীতিমত বেকার। চলতি বাংলায় যাকে বলে কোন 'বেল' নাই। আগেই বলেছি যে কারণে নিজের রূপান্তর ঘটাতে শুরু করলাম। আর মানুষ তো অনেকখানি পানির মতো। যে পাত্রে থাকে তার আকার ধারণ করে। প্রবাসী জীবনের সুখ-দু:খের কথা লিখতে শুরু করলাম। নিউইয়র্কে প্রকৃতিতে পরিবর্তনটা খুব দৃশ্যমান। যে কারণে এখানকার মানুষের প্রধান আলোচনার বিষয়- 'আবহাওয়া'। আমি ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন নিয়ে লিখলাম। আশে পাশের গুনী মানুষদের তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। সাত সাগর আর তের নদী পার হয়ে যারা এদেশে আসেন, তাদের অনুভবের কথা তুলে ধরলাম। তাদের কাছ থেকে আমি অবশ্য পলিমাটির সুবাস পেতাম। সেটাই ছিল আমার নগদ প্রাপ্তি। এদিকে আমার একটা লেখক সত্তাও ছিল। সাংবাদিকতার পাশাপাশি গল্প ও কবিতা লেখার চেষ্টা করি। সেটাকে কাজে লাগালাম।

নিউইয়র্কে আসার পরে জ্যাকসন হাইটসে থাকার কারণে সুবিধাজনক অবস্থাতে ছিলাম। সব কিছু হাতের নাগালে। আমার কোথাও না গেলেও চলে। এখানে আসার পরে প্রথম লেখা লিখেছিলাম 'সাপ্তাহিক আজকাল' এ। তারপর বর্ণমালা, ঠিকানা, বাঙালি হয়ে বর্তমানে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবারের সঙ্গে আছি। উত্তরের নকশা নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করি। যার প্রত্যেকটি লেখা মৌলিক এবং স্থানীয় লেখকদের লেখা। প্রথম আলোতে আমার এই কাজটা আসলে পার্ট টাইম। আমি একটা স্কুলে সহকারী শিক্ষিকার কাজ করি।

শুধু আমি না, প্রায় সবারই এক অবস্থা। প্রত্যেকে সারাদিনের কাজ শেষ করে তারপর পত্রিকা অফিসে আসে একটু আনন্দ পাওয়ার জন্য। এখানকার পত্রিকাগুলিতে বেতন অতি কম। কারণ পত্রিকাগুলির প্রধান আয় আসে স্থানীয় বাঙালী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন থেকে। ফুল টাইম সাংবাদিকদের দায়িত্ব অনন্ত। সময়ও দিতে হয় খুব। নিউইয়র্কে যেখানে কাজের এত সুযোগ, সেখানে কেন এত বোঝা নেয়া ? যে কারণে পার্ট টাইম সাংবাদিকের সংখ্যা এখানে বেশী।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার আবাসিক সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীর কথা ধরা যাক। আগে বাংলাদেশের প্রথম আলো'র আমেরিকা প্রতিনিধি হিসেবে ওনার কাজটা ছিল পার্টটাইম। এখন একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ফুলটাইম। দিনের চব্বিশ ঘন্টাই বলতে গেলে তাকে সজাগ থাকতে হয়। কারণ উত্তর আমেরিকায় যখন দিন, বাংলাদেশে তখন রাত। আবার বাংলাদেশে দিন যখন, এখানে আবার রাত। নিউইয়র্কে ফুলটাইম সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার কথা জানতে চেয়েছিলাম ইব্রাহীম চৌধূরীর কাছে। তিনি তখন বলেছিলেন, 'একজন পেশাদার সাংবাদিককে সার্বক্ষণিক সংবাদ সংযোগে থাকতে হয়। যারা প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক, তাকে নিয়মিত সংবাদ লিখতে হয়। অনেকে আছেন,সেই কবে একটা নিউজ করেছেন বা একটা ফিচার লিখেছেন - মনে করতেও পারবেন না। 'আগে কেমন দিন কাটাইতাম'- এ গল্প প্রায়ই শুনি। এসব শুনে সুখবোধের কোন কারণ নেই।বাজার অর্থনীতির এ সময়ে যোগ্যতার সাথে পেশায় টিকে থাকতে হলে নিজেকেও প্রতিদিন যোগ্য করে তোলার কোন বিকল্প নেই। নানা কারণে আমাদের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা কমছে। দ্রুত খ্যাতি পাওয়া,বায়বীয় বিষয়ের পেছনে ছুটে চলা সহ অসততা, অসংলগ্নতা আমাদের পেশাকেও আক্রান্ত করেছে মারাত্মক ভাবে। সাংবাদিকতার নানা দিকে বিকশিত হওয়ার এ সময়ে আমাদের পেশাদারীত্বের মৌলিক বিষয়গুলোকে সব সময় গুরুত্ব দিতে হবে বলে আমি মনে করি। এ বিষয়গুলো আমি শুধু বিশ্বাস করি না, চর্চা করি। মেনে চলি।'

নিউইয়র্কের বাংলা পত্রিকাগুলিতে যারা ফুলটাইম সাংবাদিকতা করেন, তাদের প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা। সত্যি তাদের ধৈর্য এর প্রশংসা করতে হয়। নিউইয়র্কের কমিউনিটিতে দলাদলি ও কোন্দল সতত প্রতীয়মান। এই অবস্থার মধ্যে নিজের নিরপেক্ষতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখা সত্যি কঠিন। আমার মতো যারা পার্টটাইম সাংবাদিকতা করেন, তাদের প্রতিও আমার ভালোবাসা ও স্যালুট। আর্থিক তেমন কোন প্রাপ্তি নেই। এই কাজটা একদম প্রাণের টানে করা। সাংবাদিকতা কারো জন্য পেশা ও নেশা উভয়ই। কারো জন্য শুধুই নেশা। কে যেন বলেছিল, সাংবাদিকতা এমন একটি পেশা যেখানে একবার নাম লেখালে, সেই নাম জীবনেও মোছা যায় না।

লেখক: সাংবাদিক

VOICE ভয়েস

মিসরীয় বন্ধুর জীবনের গল্প

ইব্রাহীম চৌধুরী

মোবারক আর জর্জ আমার দুই সহকর্মী। উৎসব আয়োজনের ফাঁকে আমরা একসঙ্গে বসি। দীর্ঘদিনের পুরোনো এই সহকর্মীদের নানা কথাবার্তায় ডুবে থাকতে মন চায়। আমেরিকার মাটির খাঁটি সন্তান জর্জ। ডেমোক্র্যাট রিপাবলিকান কোনো ঘরানায় তাঁকে ফেলা যায় না। কোরীয় যুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে নিঃসন্তান জর্জ চমৎকার করে জীবনের কথা বলেন। তাঁর কথা শুনে, তাঁর সঙ্গে তর্ক করে বেশ মজা পাওয়া যায়।মোবারক মিসর থেকে আসা অভিবাসী। জীবনের ৪০ বছর আমেরিকায় কাটিয়েছেন। এখানেই এক বিয়ে করেছেন। বছর দুয়েক পর মিসরে যান। জর্জের ধারণা, মোবারকের মিসরে আরেক বউ আছে। এ নিয়ে মোবারককে প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। হাসতে হাসতে বলেন, আমি তো চার বিয়ে করতেই পারি! জর্জ দ্রুতই বলেন, নট ইন আমেরিকা মাই ফ্রেন্ড! দুই বিপরীত চরিত্রের লোক। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তাঁরা একজন আরেকজনকে টিপ্পনী কাটেন। তর্ক করেন। জড়িয়ে ধরেন একজন আরেকজনকে বন্ধুত্বের নির্মল আলিঙ্গনে। এভাবেই দেখে আসছি বহু বছর থেকে। তো এ সপ্তাহে এসেই মোবারক জানালেন, তিনি খামারে গিয়ে নিজ হাতে পশু জবাই করে এসেছেন। এমন জবাইয়ের মধ্য দিয়ে পশুত্বকে হত্যা করা হয়। নিজের পাপবোধকে বিসর্জন দেওয়া হয়। জর্জ সাধারণত ধর্ম নিয়ে কোনো তর্ক বা আলোচনায় সহজে যেতে চান না। আমেরিকানদের সাধারণ ভদ্রতা এ বিষয়টি। তবুও ফোড়ন কাটেন। বললেন, মোবারক-তোমাকে দেখছি গত ২০ বছর থেকে। প্রতিবছরই এমন পশু তুমি জবাই করে আসো। তোমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন তো আমি দেখি না। আগেও যেমন মিথ্যে কথা বলতে, আজও বলছ। আগামীকালও বলবে। জর্জ প্রায়ই মোবারকের প্রশংসা করেন। বলে থাকেন, মোবারক আমার খুব ভালো বন্ধু। একটাই দোষ-খালি মিথ্যে কথা বলে! জর্জের ধারণা, মোবারক সত্য কথা খুব কমই বলে। কেবল বিপদে পড়লেই সত্য কথা বলে। কথাটি শুনেই মোবারক এবার হামলে পড়লেন জর্জকে একহাত নেওয়ার জন্য। বললেন,ট্রাম্পকে যারা নেতা মানে, তাদের কাছ থেকে সত্যবাদিতার সার্টিফিকেট আমার নিতে হবে না। না থেমেই মোবারক বলতে থাকলেন, চরম একটা মিথ্যেবাদী লোককে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে আমরা আমেরিকান বলে দম্ভ করি। এ লোকের জন্য এখন আমেরিকায় থাকাটাই লজ্জার হয়ে গেছে! জর্জ আবারও ফোড়ন কাটেন, চলে যাবে নাকি! তোমার তো মিসরে গেলেও অসুবিধা নাই। ওখানে সংসার আছে। আরেকটা বউ আছে। হয়তো একটার বেশিও আছে! এবারে মোবারক রীতিমতো খেপে গেলেন।: দেশটা কেবল তোমাদের সাদাদের নয়। এই দেশ আমাদের মতো ইমিগ্রান্টরা বানিয়েছে। এ দেশ থেকে চলে যাওয়ার কথা আসছে কেন? আমেরিকান ভদ্রলোক জর্জ তর্কে গেলেন না। বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বাদ দাও এসব। বলো এবার সপ্তাহান্তে পরিবারের সঙ্গে কেমন কাটল। আমেরিকা ওয়াজ অলওয়েজ গ্রেট অ্যান্ড উইল রিমেইন গ্রেট! মোবারক একদম থেমে গেলেন। চুপ করলেন কিছুক্ষণ। পানীয়তে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে শুরু করলেন, আর বলো না! শনিবার সারা দিন যা ঘটল তা নিয়ে কথা বলার জন্যই আসলাম। তুমি আমার মুডটাই আরও অফ করে দিলে জর্জ। বন্ধু, আমি দুঃখিত। তুমি তোমার উইকেন্ডের বিবরণ দাও। শুনে ধন্য হই। মোবারক আবারও চুমুক দিলেন। মোবারক শুরু করলেন, স্ত্রীর অভিযোগ, আমি নাকি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি আজকাল বেশি। পরিবারকে একদম সময় দিই না। তো সিদ্ধান্ত নিলাম শনিবার দিনটা পরিবারকে দেব। জর্জ তাঁর গ্লাসে চুমুক দিয়ে ফোড়ন কাটেন, এ বয়সে নতুন ছেলে পুলে নাতনি তো! আগের তথ্য অনুযায়ী তোমার বউ, এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে সুখী পরিবার! মোবারক গায়ে মাখলেন না। কথা চলতে চালিয়ে যাতে থাকলেন। শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেই কফি বানিয়ে খেলাম। এদিক-ওদিক দেখে সোফায় শুয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। স্ত্রী উঠলেন নটার কিছু পর। আমার দিকে তাকালেন একবার। জিজ্ঞেস করলেন, কফি লাগবে কি না। জানালাম কফি পান করে ফেলেছি। ব্যাগল টুইস্ট করে ব্রেকফাস্টও করে ফেলেছি। স্ত্রী তার ব্রেকফাস্ট করলেন। কার সঙ্গে যেন ফোনে মনোযোগ দিলেন। হাতে ট্যাব নিয়ে ইউটিউবে একটা রান্নার চ্যানেল দেখতে শুরু করলেন। ঘণ্টা খানিক এভাবেই যাওয়ার পর বউ আসলেন। ঝাড়ি দিয়ে বললেন, শুয়ে আছ কেন সোফাতে! বলেই আবার তিনি কিচেনের দিকে চলে গেলেন। মোবারক বলছেন : এবারে আমি ভাবলাম পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্য সোফায় শুয়ে থাকা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। বসে পড়লাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর আবার স্ত্রী আসলেন। বললেন, বসে আছ কেন? টিভি ছাড়ো। আমার টিভি দেখার কোনো ইচ্ছে নেই। আমি পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্য আজ উদ্গ্রীব! তা ছাড়া টিভি আর সাউন্ড সিস্টেম, কেবল বক্সমিলে চারটা রিমোট কন্ট্রোল টেবিলে। আমি নিশ্চিত নই কোনো রিমোট কন্ট্রোলে টিপ দিয়ে টিভি অন করব। স্ত্রী নিজেই টিভি ছেড়ে দিলেন একটা হুম আওয়াজ দিয়ে! পর্দায় তখন ডোনাল্ড ট্রাম তাঁর ইমিগ্রেশন নিয়ে নতুন চাল দিচ্ছেন। এই বিরক্তিকর চেহারাটা দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল আরও। স্ত্রী আবার চলে গেলেন কিচেনের দিকে। তার ফোন এসেছে। আমি ট্রাম্পের সামনে বসা। এ সময় আমার ২২ বছরের ছেলে ধপাস ধপাস করে দোতলা থেকে নেমে এল। মোবারক 'ভি' সাইন দেখিয়ে বললেন, ছেলে আমার দুই আঙুল ওপরে তুলে বলল, হাই ড্যাডি! মোবারক বলছেন, আই অ্যাম ডুইং গ্রেট মাই সান বলার আগেই ছেলেটি বেরিয়ে গেল। শুনলাম আমার পুরোনো মার্সিডিজটা গর্জন করে আওয়াজ তুলল। তার মানে ছেলে কোথাও যাচ্ছে। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, ছেলে কই যাচ্ছে। জানালেন, স্টারবাকসে যাচ্ছে। আমি গাড়ির গর্জন মিইয়ে যাওয়া পর্যন্ত কান পেতে থাকলাম!ট্রাম্প তখনো বক্তৃতা দিচ্ছেন। যারা সামর্থ্যবান তারাই আমেরিকা আসবে, কথাটি বলছেন। আমি একটা রিমোট হাতে নিয়ে টিভি বন্ধ করতে চেষ্টা করলাম। বন্ধ হলো না। কেবল বক্স থেকে পে স্টেশন কানেকশনে চলে গেল! স্ত্রী এসে বললেন, এখন গেম খেলবে নাকি! জবাব কি দেব-এমন ভাবছিলাম। এমন সময় ওপর থেকে আমার ১৭ বছরের কন্যা নেমে আসল। বললাম, মা এসো। আমার মেয়ে তখন মোলায়েম কণ্ঠে জানাল, ড্যাডি আই হাভ এন ইম্পর্ট্যান্ট শো টু ওয়াচ! আমি সোফাতে আরও কিছুক্ষণ বসে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। আবার স্ত্রী আসলেন। তিনি রান্না করছেন। ভাবলাম, স্বামী ঘরে মনে করে বেচারা ভালোমন্দ কিছু রান্না করছে হয়তো। বহুদিন ঘরে বানানো ঝাল চিকেন খাই না! অনেকক্ষণ পড়ে স্ত্রী আসলেন। আমি তখন অনেকটাই নিদ্রাগামী। জানালেন, উইকেন্ডে তার একটা প্রোগ্রাম আছে। এ কারণে পরের সপ্তাহের রান্নাটি সেরে নিয়েছেন। আজ সবাইকে নিয়ে বাইরে খেতে গেলে কেমন হয়?মোবারক বলছেন, আমি দ্রুত সাড়া দিলাম। এর মধ্যে ছেলে ফিরে এসেছে। মেয়েরও টিভি শো শেষ হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে তেমন আর কথাবার্তা কারও হয়নি। কোনো রেস্টুরেন্টে যাওয়া যায়? এমন প্রশ্নের উত্তরে মেয়ে আমার জানাল সে গেলে ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে যাবে। ছেলের আওয়াজ, ইথিওপিয়ার রেস্তোরাঁয়। তাদের মা জানালেন, এসব আজেবাজে খাবারে তিনি নেই। গেলে লেবানিজ রেস্তোরাঁয় যেতে হবে। আমার কোনো পছন্দ আছে কি না, কেউ জিজ্ঞেস করল না।পরিবারের তিনজনের চরম মতপার্থক্য নিয়ে আমি গাড়িতে চাপলাম। উঠেই যে যার ফোন চালু করে এয়ার ফোন কানে গুঁজে দিল। আমি ডাউন টাউনের দিকে গাড়ি চালাতে থাকলাম। মোবারক বলছেন, মনটা দেশজ খাবারের জন্য টানছিল। উঠের মাংস দিয়ে বানানো কাবাব খাইনি বহুদিন। গাড়ি চলছে ডাউন টাউনের দিকে। সবাই যার যার ডিভাইস নিয়ে ব্যস্ত। কানে এয়ারফোন। স্ত্রী চেয়ে আছেন তাঁর হাতে রাখা ডিভাইসের স্ক্রিনের দিকে। আমি মিররে আমার সন্তানদের, স্ত্রীর মুখ দেখার চেষ্টা করি। বোঝার চেষ্টা করি, আমরা কি কেউ কারও কথা আর শুনছি? কেউ কি আর কাউকে দেখছে আজকাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে? ভাবলাম, দিনটা পরিবারকে ভালোই দিলাম। সব উবার ড্রাইভারতো আমার মতো ভালো ড্রাইভ করতেও পারে না! জর্জ হজম করলেন কিছুক্ষণ। চেয়ে থাকলেন পুরোনো বন্ধুর দিকে। প্রশ্ন করলেন, লাঞ্চ কোথায় হলো শেষ পর্যন্ত? ডাউন টাউনের নতুন চালু হওয়া ফাস্ট ফুডের দোকানে! এক বেলা খাবারের জন্য কোনো রেস্টুরেন্টে যাব-এ নিয়েই আমরা একমত হতে পারলাম না! আমাদের উপযুক্ত আহার আমেরিকার ফাস্ট ফুড! এই হলো পরিবারকে দেওয়া আমার উইকেন্ড, মাই ফ্রেন্ড!-বলেই হো হো করে আসতে থাকলেন মোবারক। হাসতে থাকলেন জর্জও। একপর্যায়ে তাদের হাসি কান্নার মতো শোনায়। জর্জ আবারও পানীয় অর্ডার করেন! আর বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বিটলসএর গান থেকে আওড়াতে থাকলেন

সাংবাদিকতা একটি মহান ও চ্যালেঞ্জিং পেশা

রশীদ আহমদ

বর্তমান যুগ অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগ। সারা বিশ্বে চলছে এখন অবাধ-তথ্যপ্রবাহ। উন্মুক্ত আকাশ মিডিয়া। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের চারিদিকে সীমানা ঘেরা কিন্তু আকাশপথের কোন সীমানা নেই। ফলে বিশ্বময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা মানুষ এখন মুহূর্তেই জানতে ও শুনতে পারে। অনলাইন ও রিমোট কন্ট্রোলের সুইচে নিয়ন্ত্রিত তথ্যপ্রবাহের এই অবাধ সচলতা ও সফলতা মানুষের সর্বোচ্চ মেধা, দক্ষতা এবং শ্রমের ফসল। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নত কলাকৌশল, গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান সফলতায় চলমান বিপ্লব চলছে। প্রত্যেক মিডিয়া তার নিজস্ব স্থান ও মানকে আরো সুদৃঢ় করতে ব্যাপক প্রয়াস চালাচ্ছে।

বলা বহুল্য,বিশ্বের যতো ভালো কাজ হয়- তার প্রশংসা করে কিন্তু প্রচার হয় কম। অন্যদিকে মানুষের খারাপ কাজগুলো দুর্বারগতিতে কাঁটা হয়ে মানুষের কোমল হৃদয়কে বিদ্ধ করে- এটা ধ্রুব সত্য। মানুষ বরাবরই ভালো কাজকে নিঃসন্দেহে স্বাগত জানায়-তেমনি খারাপ কাজগুলোকেও নিন্দা করে। আর এ চাওয়ার মাঝে গণমাধ্যমের ধারায় অতীত এসে যায় সামনে এবং বর্তমান পাড়ি জমায় ভবিষ্যতের দিকে। এটাই চিরন্তন ধারা।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সত্যি বলতে কি গণমাধ্যমের পুরানো ধ্যান-ধারণার এতো দ্রুত পরিবর্তনে মানুষ আজ রীতিমতো চমকিত। অস্বীকার করার নয়,অধুনা তথ্য-প্রযুক্তি দূরকে করেছে কাছে। অবিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বলা চলে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছে গোটা বিশ্ব।সোসাল মিডিয়া এবং তথ্য প্রযুক্তি মানুষকে দিয়েছে আরো বেশি আশা-ভরসা।এখন মানুষ ছুটে চলেছে অসীম দিগন্তে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন তথ্যপ্রবাহকে করেছে প্রচন্ড গতিময়। মুহূর্তেই পৌঁছে যাচ্ছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পর্যন্ত। মানুষ এখন নিজেকে বিশ্বপল্লীর একজন বাসিন্দা মনে করে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্ব যে অপরিসীম কোনক্রমেই তা অস্বীকার করার নয়।

সাংবাদিকতা একটি চলন্ত জীবনের শব্দময় প্রতিচ্ছবি। কখনো তা তন্ময়, কখনো বস্তুনিষ্ঠ। এ সাংবাদিকতা ওই প্রতিচ্ছবিকে আপন হৃদয়ে ধারণ করে আবার তাকে সর্বসাধারণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার এক জটিল পদ্ধতি। একটি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও দ্রুতলয়ের ইতিহাসের এক সংমিশ্রণ; জীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের গতি- প্রকৃতি বর্ণনার একটি কৌশল, চিন্তার পরিবর্তন, ধ্যান-ধারণার বিবর্তন, সমাজবিপ্লব কিংবা সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারক-বাহক। সে শুধু ইতিহাস নির্মাণ করে না-ইতিহাস নির্মাণে সাহায্য করে, পথ নির্দেশকাও দেয়। সাংবাদিকতা মানুষের জীবন আচরণের এক নিত্যসঙ্গী।

এটি একটি পরম মহৎ ও সম্মানজনক চ্যালেঞ্জিং পেশা। সাংবাদিকতা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ,কঠোর শ্রমসাধ্য, সীমিত আয় উপার্জন নির্ভর একটি পেশা। তবে এটা পৃথিবীর একটি আদর্শ পেশা হিসেবে স্বীকৃত। তথাপি সবাই একে পেশা হিসেবে নিতে চায় না কিংবা পারে না। কারণ পেশাটি দুঃসাহসিক। আর পৃথিবী তো সাহসী মানুষের জন্যই। সুতরাং সাংবাদিক অবশ্যই পৃথিবীর একজন সাহসী মানুষই বটে।

সাংবাদিক দেশের ও সমাজের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ হবে আর সাংবাদিকতা এটি স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক বিষয়। কি হচ্ছে রাষ্ট্রে অথবা কমিউনিটিতে। আমার আপনার চারপাশে। জাগতিক নানা স্বার্থে সংবাদপত্রকে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের বিতর্কিত করা হচ্ছে। মহান পেশার মহৎ আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে। সাংবাদিকতা বাণিজ্যের ভিড়ে সংবাদপত্র এবং প্রকৃত সাংবাদিকরা আজ প্রায় নিভৃতে। ফায়দা লুটের ধান্ধায় একশ্রেণীর স্বঘোষিত সাংবাদিকরা দিন রাত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী নেতাদের পিছনে সরবে নীরবে সময় কাটাচ্ছে।

মূলত এ জগতে সাংবাদিকতা বড় মর্যাদা সম্পন্ন কাজ। পাশাপাশি সুস্থ, সচেতন বিবেকের প্রেরণা ও দায়িত্ব। কিন্তু কোথাও কোথাও বানরের গলায় মুক্তার মালা ঝুলছে, ফলে মুক্তার মালা তার মর্যাদা হারাচ্ছে। শুদ্ধতার মাঝে ঢুকে পড়েছে নাম সর্বস্ব অপ-সাংবাদিকতা। কিছু অশিক্ষিত, কুশিক্ষিতরা অর্থের বিনিময়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের পরিচয়পত্র বহন করে সাংবাদিকতার নামে সাংঘাতিক ভাবে মানুষকে ইজ্জত হরণের নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে, সহজ-সরল, আবেগ-প্রবণ, সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণায় মেতে উঠেছে। যা সাংবাদিকতা আর সংবাদপত্রের জন্য সাংঘাতিক হুমকি স্বরূপ।

বস্তুত 'সাংবাদিক' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। একে কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আনা সম্ভব নয়। সাংবাদিক নামের এই পবিত্র শব্দটিকে সম্মান করে, হৃদয়ের গভীরে স্থান দিয়ে, মেধা, মনন, সৃজনশীলতা, সততা ও যোগ্যতার নিরিখে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে এই বিশাল পিচ্ছিল, মোহময় এবং লোভনীয় পথকে জয় করতে হবে।

পরিশেষে এ পেশায় নিয়োজিত সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আসুন সাংবাদিকতার নামে অপ সাংবাদিকতা ও সাংঘাতিকতাকে পরিহার করে মহান ও চ্যালেঞ্জিং পেশার মান মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করি।

লেখক: সম্পাদক, ইয়র্ক বাংলা ও সাংগঠনিক সম্পাদক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, যুক্তরাষ্ট্র।

LAW OFFICE OF AFFAR BAKSH

REAL ESTATE CLOSING ATTORNEY

Affar Baksh, Esq.
Attorney at Law
REAL ESTATE CLOSING ATTORNEY

As-Salamu Alaykum,
Bismillahir Rahmanir Raheem

The Law Office of Affar Baksh is a law firm based in the New York tri-state area, with over 10 years of experience and a clear grasp on all legal issues involved in a home purchase and sale. Our goal is to provide the highest level of customer service. Let us make your home purchase as smooth and stress-free as possible.
First-time home buyer or even if you are an investor, buying a home is an exciting and complex process.
We are here to make your future home purchase a smooth and easy process with patience, care, honesty, integrity, & professional excellence. We are passionate about helping people purchase their home and working tirelessly to make that happen.

TEL: 718-848-8515 FAX: 718-848-8518
146-06 Hillside Ave, Jamaica New York 11435

www.bakshlaw.com

শিক্ষাগত অর্জন এবং কর্মজীবন পরিকল্পনা

বিদিতা রহমান

শিক্ষা ঠিক তেমন হওয়া উচিত যেখানে একটি মানুষ শুধু মানুষ ও নিজেকে উন্নত করবে না বরং একটি রাষ্ট্রের উপকার হবে। আর এই বিষয়টা সম্ভব যদি শিক্ষার পাঠ্যসূচি অথবা সিলেবাসে ব্যবসা ও চাকরির সঠিক অর্থ বুঝা যায়। সবাই ব্যবসা করতে পারে না অথবা সবাই চাকরি করতে পারে না এই বিশ্লেষণ ভালো ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিতে পারলেই শিক্ষার পরিপূর্ণতা আসবে। চাকুরিজীবীদের কেউ ব্যবসা করতে চাইলে কিছু বিষয় দক্ষ থাকতে হবে আর এই বিষয়গুলো থাকতে হবে একটি সিলেবাসে। শিক্ষা ও ব্যবসার মধ্যে যে সম্পর্ক তা নিয়ে কিছু আলোচনা করবো এখন।

শিক্ষার উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে একজন ব্যক্তির অধ্যাবসায়ের উপর। একজন ব্যক্তি চাইলে শিক্ষাকে প্রশিক্ষণ হিসেবে নিতে পারে অথবা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম অথবা সামাজিক মান মর্যাদা হিসেবে নিতে পারে, তা ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাভাবনা। সেটা আমরা দেখতে পাই যখন একজন শিক্ষা নিয়ে গর্ব করে কিংবা শিক্ষা অর্জন করেছে বলে নিজেকে ও নিজের মনের সাধারণ ধূলি জমাগুলো পরিষ্কার করে। আমরা নিজেরাই তা দেখতে পারি, ব্যবহারের দরুন। শিক্ষার সঠিক স্থান- আমাদের মনের চিন্তা ভাবনাগুলোকে ছেঁকে সঠিক বিষয়গুলো ভাবতে শেখায়, কিংবা মানুষের মনের সমস্যাগুলো বুঝতে শেখায়, কিন্তু ভুল বুঝে একজন মানুষের ভিতর ক্ষতিকারক চিন্তাগুলোকে প্রশ্রয় দেয়া- এ শিক্ষার সঠিক প্রয়োগ নয়।

শিক্ষা এবং কর্মজীবন বিষয়গুলোর মধ্যে সংযোগ বোঝা যায় কিছু গবেষণার মাধ্যমে। এই সংযোগগুলো সম্পর্কে প্রচুর প্রশ্ন রয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে: উচ্চতর শিক্ষাগুলো কীভাবে ব্যবসায়ের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়; চাকরি এবং কর্মজীবনের জন্য ব্যক্তিদের প্রস্তুত করার দিকে শিক্ষার যে পরিমাণে মনোনিবেশ করা উচিত তা হচ্ছে কিনা; এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো ব্যবসায়েরও আর্থিক এবং সামাজিক লক্ষ্য উভয়ই হওয়া উচিত কিন্তু তা হচ্ছে কিনা। উত্তরগুলো কি কেবল আদর্শের বিষয়? যদি তা না হয় তবে উত্তম প্রতিষ্ঠিত উত্তরগুলোর মধ্যে কেউ কীভাবে পৌঁছতে পারে?

শিক্ষা নির্দিষ্ট উপায়ে ব্যবসায়কে সমর্থন করে বলে মনে হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা নির্দিষ্ট উপায়ে ব্যবসায়ের পদ্ধতিগুলি আঁকবে বলে মনে হয়। এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘকাল আমাদের সাথে ছিল। শিক্ষকদের মধ্যে কতজন ব্যবসা করার মতো সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তাও একটি প্রশ্ন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৩ সালের প্রবন্ধে, রিমোট রিলেশন বিটিউন এডুকেশন অ্যান্ড বিজনেস-এ লেখক পরোক্ষ সম্পর্ক সত্ত্বেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন:

ই-ব্যবসায় বা ব্যবসায়ের জন্য এক্সপার্ট প্রশিক্ষণ স্কুলে নেই। তবে এর মধ্যে কিছুটা সান্তনা রয়েছে, যে স্কুলটি কঠোর এবং আরও দ্বিমত পোষণকারীদের জন্য একটি ভাল জায়গা, তবে শিষ্টাচার, বৈশিষ্ট্য এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ কম নয়। ব্যবসা হ'ল সিস্টেম, সংস্থা, শৃঙ্খলা, ও নিয়ম যা দ্বারা পরিপূর্ণভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় এবং সেই অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে সেটি শেখানো হয়। এগুলোর উপর যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল অন্য যে কোনও তুলনায় ব্যবসায়ের জন্য ভাল প্রস্তুতি।

ক্যারিয়ারের সাফল্যের জন্য দরকার কিছু দক্ষতা এবং এমন কিছু মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা যা আমাদের দরিদ্রের দিকে নিয়ে যাবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যা শেখানো হয় তা কি ব্যবসা বা চাকরিতে ব্যবহার হচ্ছে? যদি না হয় তাহলে কেন সিলেবাসে তার উল্লেখ থাকবে। এই পৃথিবীতে এখন সবকিছুই এখন সংক্ষিপ্ত আকারে হচ্ছে তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোর্স লম্বা করার জন্য সব কিছু শিক্ষার আওতায় আসা উচিত না।

লোকেরা গভীর প্রশ্ন এড়ায় বা অন্যথায় সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার জন্য লড়াই করে। একটি কারণ হলো দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করার প্রবণতা: মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষাকে শিক্ষার দৃষ্টান্ত হিসাবে এবং নিয়মিত উৎপাদন বা ব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত হিসাবে ভাল কোনও বিক্রয় হবে কিনা তার চর্চা করা উচিত। তবে এই পরিবেশ ও মনমানসিকতা অপর্যাপ্ত। শিক্ষা এবং ব্যবসায় প্রতিটিই যথেষ্ট বিস্তৃত এবং দৃষ্টান্তের ফলের উপর নির্ভরতা খুব সংকীর্ণ কারণ একটি তা হলো ফোকাস। দ্বিতীয় কারণ হলো শিক্ষা এবং ব্যবসায়ের ধারণা সর্বকালের জন্য স্থির হয় না। প্রত্যেকেই সমাজের বর্তমান আগ্রহ, বিশ্বাস, প্রত্যাশা এবং চাহিদা দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রত্যেকের ক্ষেত্র এবং অর্থ ন্যায্য বা সাধারণ জ্ঞানের মতো স্থির। আর এমন কাজ যা এই সীমাবদ্ধতাগুলি অতিক্রম করা এবং শিক্ষা, ব্যবসা এবং তাদের মধ্যে সংযোগ বোঝার জন্য একটি সু-ভিত্তিক পদ্ধতির বিকাশ করা।

লেখক: সাংবাদিক

নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটিকে

প্রাণঢালা অভিনন্দন

প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন

সদস্য ট্রাস্টিবোর্ড ও সাবেক সাধারন সম্পাদক: বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক

সজল আশফাকের দু'টি ছড়া

১. হোমলেস

বিশ্বের রাজধানী এই নিউ অর্কে
হোমলেস দেখে যাই বিস্ময়ে ভড়কে।
বাহারী রঙ করা কী দারুণ কেশ,
জটাচুলে কাঁটা-ছেঁড়া নেই যেন শেষ।
সারা বডি ট্যাটু করা আঁকিবুকি ফেস;
হেডফোনে মিউজিক যেন আছে বেশ।
টেনশনহীন ওরা ঘোরে অনিমেষ;
হাজারো বিষোদগার তারস্বরে পেশ
করে বলে, আমি নই দায়ী এই দেশ।
অকারণে ওরা নাকি আজ হোমলেস!
কেউ কেউ চৌকস, পত্রিকা বই
ল্যাপটপ নিয়ে বিজি, নাই হইচই
দরকারি স্টাফে ভরা থাকে বড় কার্ট
তার সাথে ঝুলে থাকে পিকাসো'র আর্ট।
চেয়ারের কাঁধে ঝোলে পুরো সংসার
অচল চাকার কোলে অকূলপাথার।
পাশে রাখা কৌটাতে 'হেলপ মি' লেখা,
দিনশেষে মেলে কিছু ডলারের দেখা।
কত কথা বলে যায় একা আনমনে,
সম্মানবোধ টুকু খুব টনটনে।
এক মগ কফি হাতে দিন করে পার,
ভিখ পেলে কিনে খায় হ্যামবার্গার।
একা একা খেলে যায় নিভৃতে চেস,
সাবওয়ের বেঞ্চিতে নিশিদিন শেষ;
এরা খুব সৌখিন তবে হোমলেস।
কারো থাকে বড় চুল মুখ ভরা দাঁড়ি,
সাবওয়ের কামরায় পাতে ঘর বাড়ি।
ড্রেসপাতি নোংরা অগোছালো ভারি
চেহারায় ছাপ থাকে, ছিল বাড়ি-গাড়ি!
বুড়ো বলে কেউ নেই দিয়েছি কি আড়ি?
ট্রেনে শুয়ে কাটে রাত পথ দেয় পাড়ি।
একথা বলার আগে চেয়ে নেই ক্ষমা,
প্রত্যেকে এরা ঠিক যেন নর্দমা।
কাছে তাই টেকা দায় ভালো দূরে থাকা,
সব বগি ভীড়ে ঠাসা ওর বগি ফাঁকা।
অচল জীবনটাকে তাই নিজ হাতে,
ট্রেনের চাকায় বেধে দম দেয় তাতে।
ব্যাঙ্কেট মুড়ি দিয়ে থাকে চুপিসারে,
সিখানে বালিশ করে মানবতাটারে।
এদেরকে নিয়ে ভাবে সব সরকারে
জোর করে ধরে দেয় পুরে শেল্টারে।
মেলেনি তো জীবনের হিসেব নিকেষ
শুধু প্রাণে বেঁচে থাকা, ওরা হোমলেস।
বাড়ি ঘর হারালে কি তার পিছু পিছু
হারিয়ে যাব সব? রয় না কী কিছু!!

২. সাদা-কালোর ঝগড়া

দুই মুরগির একটি সাদা
একটি বেজায় কালো,
এই দু'জনের সম্পর্ক
একটুও নয় ভালো।
নিউ ইয়র্কে যদিও বা
বসত একই পাড়ায়
কিন্তু ওরা কেউ যে কারো
পথটিকে না মাড়ায়।
সাদার রঙের মুরগির খুব
রুক্ষ আচরণ,
আসল কারণ ওর রয়েছে
বর্ণবাদী মন।
দুই মুরগির দেখা সেদিন
টিভি অনুষ্ঠানে-
বিষয় ছিলো, বুঝিয়ে দেয়া
বর্ণবাদীর মানে।
টকশো'তে গেস্ট; দুই মুরগি
বসেছে দুই পাশে,
মধ্যিখানে সঞ্চালকে
বসে মৃদু হাসে।
সাদা জনের কথা হলো-
ওরাই সুপিরিয়র,
কালোর এটা বুঝতে হবে
সমস্যাটা কি ওর?
উত্তরে কয় কালো জনে
শোনরে বলি সাদা-
দুই জনেরই ডিমের কালার
বুঝলি একই, গাধা!
তুই সাদা তোর ডিমের কালার
হোয়াইট-ই তো হবে,
এ নিয়ে আর বাহাদুরি
কে করেছে কবে?
সুপিরিয়র আমরা যারা
কালো হয়েও পারি
জন্ম দিতে সাদা ডিমের
দেখ না কাড়ি কাড়ি।
সাদা হয়ে একটা কালো
ডিম পেড়ে তুই দেখা,
ইতিহাসে থাকবে দেখিস
তোর নামটি লেখা।

বেদনাবিধুর মন

আশরাফ আহমেদ

অনেক কিছু হারিয়ে গেছে যেমন গেছে কালীদহ সায়র,
রঘুনন্দন উজাড় প্রায়, বাঁশ বাগান,
শন খোয়ারী তাও পাখ-পাখালি নেই তেমন,
গাছ শুন্য শাল বাগান।
চাঁদ পুকুরে পানি নেই, পশুরা সব চলে গেছে দূরদূরান্তে
কালেংগা বা ত্রিপুরাতে যেখানে পানি আর খাবার মিলে।
শুকিয়ে গেছে সোনালী বালি, চিকিমিকি পানির ছড়া
উজান-ভাটি করে না মাছ স্বচ্ছ পানির স্পর্শ কম
ভাটিতে কমে গেছে প্রাণঘাতী 'প্রাণ' কোম্পানীর কারণে।
বাঁশের কোঁপা জ্বলে না আর আগের মত উল্লাসে
ঢলের দিনে পাঁকনা টেলে কৈ মাগুর আর উজায় না।
সার, ঔষধ ও বর্জ পেয়ে মাছের মরণ হয় ত্বরায়
কলকারখানার কালোধোঁয়ায় বিষক্রিয়ায় মানুষ মরে শ্বাসকষ্ট,
হাঁপানী আর দুরারোগ্য মরণব্যাধি ক্যান্সারে ।
নাই প্রতিকার, বিক্ষোভ, ধর্মঘট, প্রতিবাদ কিছুই নেই
ঘুষ খেয়ে কর্তারা সব নীরব, চুপচাপ তাই নেতারা ও।
মানুষ মরুক, বিরান হোক ধানী আর ফসলী জমি
পকেট ভারী হলেই হলো আর কিছুতে তোয়াক্কা নেই।

Immigrant Elder Home Care LLC.

Authorized Homecare Provider
Department of Health, State of New York

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে ডলার উপার্জন করুন

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2152 -B Westchester Ave. (Castle Hill)
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

গিয়াস আহমেদ
চেয়ারম্যান / সিইও
৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

ডা: মো: মোহাইমেন
৭১৮-৪৫৭-০৮১৩
ফ্যাক্স: ৬৩১-২৮২-৮৩৮৬, ৭১৮-৪৫৭-০৮১৪

নুসরাত আহমেদ
প্রেসিডেন্ট
৭১৮-৪০৬-৫৫৪৯

Email: giashahmed123@gmail.com, web: immigrantelderhomecare.com

Buffalo Branch office
642 Walden Avenue, Buffalo, NY 14211, Tel: 347-837-1162

চিত্রে প্রেসক্লাবের কার্যক্রম

BISMILLAH

HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি

(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

বিশাল মূল্য হ্রাস

LIMITED TIME Offer!

৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি (রেড হার্ড চিকেন) ফ্রি

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

রোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও পোল

প্রতি দিন জবেহ করা রেগুলার গোট $4.49/lb হেল বেবি গোট $6.99/lb বিফ $2.99/lb

লাইভ তেলাপিয়া	$3.69/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
দেশী কই (ব্লক)	$4.50
দেশী সরপুঠি (ব্লক)	$3.50
কচুর লতি (৪ প্যাক)	$4.99
৪ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
৩ ডজন ডিম (মিডিয়াম ব্রাউন)	$4.99
আয়োডাইড সল্ট (৪টি)	$2.99

স্পেশাল

ডোনার বাসমতি রাইস	$19.99/20lb
আমিন বাসমতি রাইস	$17.99/20lb
পারবয়েল্ড রাইস	$9.99/20lb
রেশমী বাসমতি রাইস	$17.99/20lb
রূপসা বাসমতি রাইস	$16.99/20lb
কালিজিরা রাইস	$8.99/10lb

EBT & Foodstamp

MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, M, train to Northern Blvd

ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার

37-15 55th St. Woodside, NY 11377, Ph. 718-205-7200

চিত্রে প্রেসক্লাবের কার্যক্রম

LOW COST TLC INSURANCE

GREEN CAR BASE

•LOW BASE FEE• 6 HOURS DDC CLASS

WE DO ALL INSURANCE : AUTO - HOME - BUSINESS

NY INSURANCE BROKERAGE INC.

Tel: 718-476-2025, Fax: 718-476-2026
office@nyinsuranceb.com

NY CAR & LIMO SERVICES INC.

Black Car & Green Car Base

TLC BASE # B02902

Tel: 718-255-1798, nycarlimo@gmail.com

Notary Public

BENGAL HOME CARE INC

Tel: 718-433-9016 Fax: 718-433-9017
info@bengalhomecare.com

Office : 71-16, 35 Ave
Jackson Heights, NY 11372

PLACID EXPRESS Worldwide Money Transmitter

দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে দেশে টাকা পাঠানো হয়

SHAH NAWAZ MBA

President & CEO

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.

কার্যকরী কমিটি ২০১৯-২০২১

ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল
সভাপতি

মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ
সাধারন সম্পাদক

আহবাব হোসেন চৌধুরী
সহ-সভাপতি (সিলেট)

মোঃ জোসেফ চৌধুরী
সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ)

মোঃ শাফিউদ্দিন তালুকদার
সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)

মঞ্জুর হোসেন চৌধুরী
সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)

লোকমান হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক

ময়নুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ

মানিক আহমদ
সাংগঠনিক সম্পাদক

বুরহান উদ্দিন
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক

পরিফুল হক মজনু
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মোঃ শাহীন কামালী
ক্রীড়া সম্পাদক

শামীম আহমদ মনির
আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক

মোঃ জামিল আনসারী
সমাজকল্যান সম্পাদক

সুতিপা চৌধুরী
মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা

হেলিম উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য (সিলেট)

মান্না মুনতাসির
কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ)

রুফল হাকিম
কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ)

মিজানুর রহমান
কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার)

RiteCare Medical Office PC

The RiteCare, the right time, at the right place

ALLERGY PROBLEM? IMMIGRATION PHYSICAL?

এলার্জি সমস্যা? ইমিগ্রেশন ফিজিক্যাল?

Mohd Hossain (Imran), MD

Board Certified in **Internal Medicine**
Fellowship in **Geriatric Medicine**
Certified Allergy Physician *by The Texas Academy of Family Physicians & N.P.I*
Hospital Affiliation: Long Island Jewish Medical Center

JAMAICA OFFICE: 85-38-168TH PL, JAMAICA, NY 11432 | PHONE: 347-390-0612

HOLLIS OFFICE: 196-22 HILLSIDE AVE, HOLLIS, NY 11423 | PHONE: 718-713-7812

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবে নতুন কমিটির সদস্যদের

অভিনন্দন

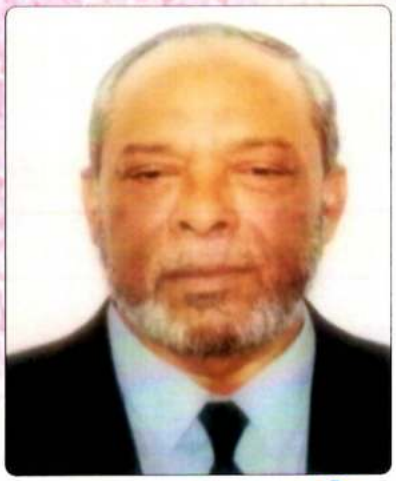

নাজমূল হাসান মানিক
সভাপতি

জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক

দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি

LAW OFFICES OF
H. BRUCE FISCHER P.C.

Personal Injury and Medical Malpractice

Office: 212-957-3634

24 Hours : 917-597-6349

H. Bruce Fischer
Attorney at Law, New York

Mohammed N. Mujumder, LLM
LLM Master of Laws, New York

কার, ট্রাক, বাস, কন্সট্রাকশন কাজ সহ সকল প্রকার দুর্ঘটনা ও ভুল চিকিৎসার মামলায় সর্বোচ্চ আইনী প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আমাদের ল ফার্মের স্মরনাপন্ন হোন। আমরা ইতিপুর্বে আমাদের ক্লাইণ্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করতে সক্ষম হয়েছি।

Past Results Do Not Guarantee Future Outcome

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এর
নতুন কমিটি ও সকল সদস্যদেরকে

অভিনন্দন

জসিম উদ্দিন ভূইঁয়া

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ
সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী

VOICE ভয়েস

নিউইয়র্ক
বাংলাদেশ
প্রেসক্লাব
এর
নতুন
কমিটিকে
শুভেচ্ছা
ও
অভিনন্দন

কাজী হোসেন নয়ন

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
সভাপতি পদপ্রার্থী, বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব
কমিউনিটির এগিয়ে যাওয়ায় ভূমিকা রাখবে এ প্রত্যাশায়

নতুন কমিটিকে অভিনন্দন

মো:দিনাজ খান

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ
ফ্লোরিডা

Direct Health Source
Home Care Services

পারিবারিক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী

আমরা আপনার পরিবারের সদস্য বা বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে
বৃদ্ধ/বৃদ্ধা সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা (CDPAP)/MEDICAIDE সংক্রান্ত সহযোগিতা
করে থাকি। আমাদের অভিজ্ঞ টিম আপনার সার্বিক সহযোগিতায় প্রস্তুত।
নিউইয়র্ক সিটির আইন অনুযায়ী আমরা সর্বোচ্চ রেট প্রদান করি।
কমিউনিটির উত্তরোত্তর মঙ্গলার্থে সবাই এগিয়ে আসুন।

ফ্রি মেডিকেইড
এপ্লিকেশন ও কনসাল্টিং

আপনার বাসায় গিয়ে
অভিজ্ঞ লোকের মাধ্যমে বিভিন্ন
ধরনের সহযোগিতা করে থাকি

আমরা মেডিকেইড কোড
সংক্রান্ত সকল সমস্যা
সমাধান করে থাকি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন

৭১৮-৫২৯-১৮৪৯, ৭১৮-৩২২-১৩৫০

৯৮-০৯ ১০১ এ্যভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক ১১৪১৬
৭৭-০৮ ১০১ এ্যভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক ১১৪১৬

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটিকে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

জহিরুল ইসলাম

বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন

ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — **তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.**

বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — **ডা. সাদী আলম, ডিপিএম**

পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — **সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.**

বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭

ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০

safehealth02@gmail.com

১৩৮১ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২

ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১

safehealth02@gmail.com

সম্পূর্ন স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
Khalil Biryani House
WE DO CATERING
AND DELEVERY
FOR ALL EVENTS
حلال
HALAL
Khalil Biryani House
Khalil Halal Chinese
Khalil Sweets & Bakery
1445 Olmstead Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
2060 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 929-624-8398
KHALIL PARTY CENTER
www.khalilbiryani.com | www.khalilhalalchinese.com
@khalilbiryani

CDPAP/HOME CARE SERVICES

সার্টিফিকেট ছাড়াই বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

PCA এবং CHHA

কম মূল্যে
ট্রেনিং দেওয়া হয়।

নিউইয়র্ক ও বাফেলোতে
আমরা সর্বোচ্চ রেট-এ পেমেন্ট করে থাকি

Provide services to your Parents,
Family Members and Neighbor and Get Paid

আমরা বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি, গুজরাটি
পাঞ্জাবী ও স্প্যানিশ-এ কথা বলি।

917 745 0949 (Corporate Office)

Sarah Care USA

Corporate Office :
37-18, 73rd Street, # 202 (আড়ং এর সামনে)
Jackson Heights, NY 11372

Buffalo office: **716 507 9890**
1105 Broadway, Suite 9, Buffalo, NY 14212

Jamaica office: **347 833 3618**
8559 168th St, Jamaica, NY 11432

কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
Comilla Society of USA Inc.

কার্যকরী কমিটি ২০১৯-২১

আবুল খায়ের আখন্দ
সভাপতি

এইচ এম মিজানুর রহমান
সাধারন সম্পাদক

জাকির হোসেন
সিনিয়র সহ সভাপতি

মিয়া মোহাম্মদ দাউদ
সহ সভাপতি

আসাদুর রহমান খান
সহ সভাপতি

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন
সহ সাধারণ সম্পাদক

রিপন সরকার
সাংগঠনিক সম্পাদক

সাইফুল আলম
কোষাধ্যক্ষ

মোঃ ছেফাত উল্লাহ খান
প্রচার সম্পাদক

মোহাম্মদ জুয়েল
আন্তর্জাতিক সম্পাদক

রফিকুল ইসলাম আখন্দ
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

সালমা সুমি
মহিলা সম্পাদিকা

কামাল হোসেন
দপ্তর সম্পাদক

মোঃ কামাল হোসেন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

মো: ইউনুস খান
কার্যকরী সদস্য

মমতাজ উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য

মিজানুর রহমান
কার্যকরী সদস্য

সৈয়দা নুসরাত জাহান
কার্যকরী সদস্য

মোস্তফা আহমদ ভূইয়া
কার্যকরী সদস্য

উপদেষ্টা মন্ডলী

হাজী পেয়ার আহমেদ
প্রধান উপদেষ্টা

আবুল বাশার মিলন
উপদেষ্টা

মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম
উপদেষ্টা

মোঃ আফজালুর রহমান
উপদেষ্টা ও সাবেক চেয়ারম্যান

বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আঃ মতিন
উপদেষ্টা

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম
উপদেষ্টা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান
উপদেষ্টা

খান মোঃ সেলিম
উপদেষ্টা

এড. আব্দুর রউফ
উপদেষ্টা

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন

Real Estate - Real Estate

2 Locations in the Bronx

Buy * Sell * Rent * Property Management * Finance

Contact us for all your REAL ESTATE Needs !

718-989-8505 or 718-514-9030

Quality living from
the team that cares.
Your Realtor for Life!

Parkchester
Bronx Realty

ParkchesterBronxRealty.com
1488 Metropolitan Ave #3, Bronx NY

ParkchesterPropertyManagement.com
64 Metropolitan Oval,#13, Bronx, NY

PARKCHESTER
PROPERTY MANAGEMENT

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এর
নতুন কমিটির অভিষেক সফল হউক

খাবার বাড়ি
রেষ্টুরেন্ট এন্ড সুইটস্
KHAABAR BAARI
Restaurant & Sweets
পারিবারিক ও নিরিবিলি পরিবেশে দেশীয় স্টাইলের
মুখরোচক খাবারের বিপুল সমাহার
OPEN 7 DAYS 24 HOURS
37-22, 73RD STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Tel: 718.639.4466, 718.971.4769, 718.450.7449

পালকী
পার্টি সেন্টার
For All Of Your Occasions
গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, মেহেন্দি, গ্রাজুয়েশন সহ
যে কোন পার্টির জন্য আজই যোগাযোগ করুন
TEL:718.971.4769
CHANG PEI
Chinese Restaurant

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব
এর
নতুন কমিটির অভিষেক সফল হউক

মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)
সাবেক প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক

কাজী তোফায়েল ইসলাম
সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

MAKKAH
MULTI SERVICES

Kabir Chowdhury
AAsin Computerized Accounting
Tel / Fax: **347-529-2800**,
kabir28@yahoo.com

Authorized IRS e-file Provider

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব কমিউনিটির এগিয়ে যাওয়ায় ভূমিকা রাখবে এ প্রত্যাশায় **নতুন কমিটিকে অভিনন্দন**

- Income Tax
- Immigration

175B Forbell Street, Brooklyn, NY 11208

TRUSTED PROFESSIONAL AT YOUR SERVICE EVERY DAY!

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

কমিউনিটির এগিয়ে যাওয়ায় ভূমিকা রাখবে এ প্রত্যাশায় নতুন কমিটিকে অভিনন্দন

এ.এস.এম রহমত উল্যাহ ভূইয়া

Anwara Wholesale Inc
546 Mcdonald Ave # 3b
Brooklyn
New York 11218

معهد دار العلوم الصفا
DARUL ULOOM ASSAFA INSTITUTE INC.
172 Eldridge Street, New York, NY 10002, Tel: 646-684-3335
E-mail: duainfonyc@gmail.com, www.duainstitute.org

The Quran is the word of Allah and the strength and the progress of the community is dependent upon their as connection to it. One of the tried and tested methods of preserving the Quran in the Ummah is to get the young to memorize it. We have taken the idea further to standardize the memorization course and to also teach our students the Arabic language with an aim to convey to them the meaning of the Quran. We will provide academics alongside the preservation course to our students enabling them to continue on in higher education after completion.

Registration Now

1. Full Time Hafizul Quran with Academic class
2. Weekend Adult Quranic Class
3. Assafa School for Kindergarten
4. Weekend Hifzul Quran & Maktab available all the time
5. Soon Charter School & Full time Alim Course *(Date: June 01, 2020 - August 30, 2020)*

Donation Reasons

Regular Donation	Alim Course
Zakat	Maintenance of DUA
Weekend Hifz Class	Sponsor Students
Weekend Maktab	Student Supplies

Full Time Hifzul Quran

Log-in: www.duainsitute.org

Contacts: 646-251-9220, 646-651-7734, 212-203-8695, 646-724-2806, 718-991-2492, 917-863-3824, 347-237-9079, 646-644-0359

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

OPEN 7 DAYS

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

10% Discount for Car Insurance, 4 Points Reduction From Driving Record
6 Hours DDC Class Good For TLC

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়াচ এর উপরে

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের
নতুন কমিটির সদস্যদের

শুভেচ্ছা অভিনন্দন

আব্দুর রহমান বাদশা
কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট, রাজনীতিবিদ
ও বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের

অভিষেক

সফল হউক

Zahid Rahman
Editor

Newsbdus.com

সুন্দর কমিউনিটি বিনির্মাণে
নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব
অগ্রনী ভূমিকা রাখবে এ প্রত্যাশায় সবাইকে শুভেচ্ছা

নেসার আহমেদ ও রুমা আহমেদ
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের
অভিষেক

সফল ও স্বার্থক হউক

বুরহান উদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক

জামিল আনছারী
সাধারণ সম্পাদক

ফাউন্ডেশন অফ গ্রেটার জৈন্তা, নিউইয়র্ক
Foundation of Greater Jainta, New York

BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
Your Health Our Care

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- নিউইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সার্টিফাইড একটি নতুন প্রোগ্রামে এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি

Asef Bari (Tutul)
CEO

আপনি ঘরে বসে বছরে
সর্বোচ্চ ৫৫,০০০ ডলার আয় করতে পারেন

চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি

আজই ফোন করুন ঃ
718-898-7100, 631-428-1901

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights
NY 11372 | Tel: 718-898-7100

BRONX OFFICE:
2113 Starling Ave. Suite 201
Bronx, NY 10462 | Tel: 718-319-1000

JAMAICA OFFICE:
164-05 Hillside Ave, 2nd Fl
Jamaica, NY 11432 | Tel: 718-291-4163

LONG ISLAND OFFICE:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741 | Tel: 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

নিউইয়র্ক
বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এর
নতুন কমিটিকে
অভিনন্দন

রফিক আহমেদ
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী

কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করবে
নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব
এ প্রত্যাশা.....

জাহিদ খান
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

অভিবাসীদের কল্যাণে কাজ করবে
'নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব'
সংগঠনে নব-নির্বাচিত কমিটির কাছে
এই প্রত্যাশা-

সিলেট ফার্মেসী ইন্‌ক
Sylhet Pharmacy LLC
Address: 80-01 101st Ave,
Ozone Park, Queens, NY 11416
Phone: (718) 641-3938

নববর্ষের উষালগ্নে নতুনদের শুভ কামনা

পেশাদার নবীন-প্রবীনদের নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব — ছবি: বাফেলোবাংলা

বাফেলো বাংলা

বাফেলোর প্রথম বাংলা সংবাদপত্র

WWW.BUFFALOBANGLA.COM

কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করবে
নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব
এ প্রত্যাশা.....

গিয়াস উদ্দিন রুবেল ভাট
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক

কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করবে
নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব
এ প্রত্যাশা.....

মোহাম্মদ জামান
পরিচালক, আইটিপিএফইউএস, ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের
নতুন কমিটির সদস্যদের

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

মোঃ রহমান আজাদ
কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট ও রাজনীতিবিদ
জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

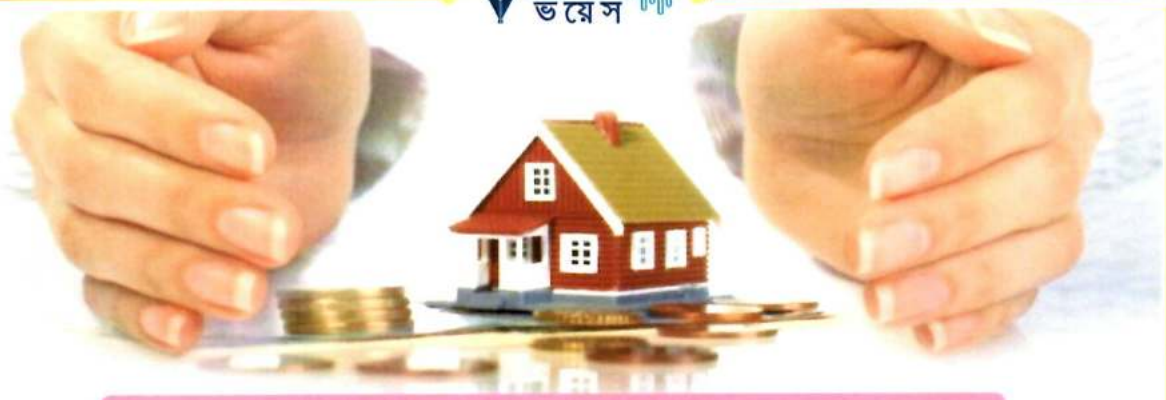

INVEST IN REAL ESTATE

নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অভিষেক সফল হোক

আনোয়ার হোসেন

রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টর

Congratulations

New York Bangladesh Press Club
On the occasion of its
inauguration Ceremony

We wish your organization and its newly elected executive team continued success in serving the needs of the Bengali publishers and community at large in New York City The media capital of the world

Inshallah

STELLAR PRINTING

3838 9th St, Long Island City, NY 11101
Phone: **(718) 361-1600**
For Sales and Customers Service, please call
Mr. Moazzem Sarker at
(646) 208-2140

Congratulation

New York Bangladesh Press Club
on the occasion of its
Inauguration Ceremony.

Choudhury S.Hasan,M.D

Board Certified Gastroenterology & Liver Diseases.
Director of Gastroenterology, Flushing Hospital Medical Center, NY

Freedom Fighter

37-07,74th Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372

97-12, 63rd Drive, Suite #CA
Rego Park, NY 11374

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

Editor & Publisher of Weekly Desh Bangla & The Bangla Times

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব
এর
অভিষেক অনুষ্ঠানের
সাফল্য কামনা করছি

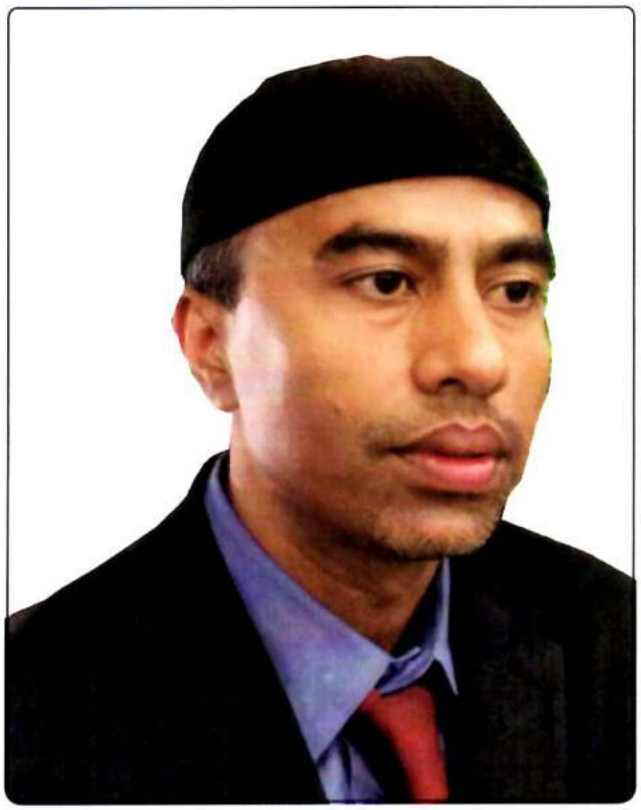

Mohammed Shabul Uddin

Community Activist & Democrat County Committee
Judicial Delegate 24 Assembly District
ASAAL Executive Director, Queens Chapter
Board of Director BAAG

আমরা এখন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশ প্লাজায়

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।

Payment: $19.09 As per wage parity

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

- প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।
- আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
  তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

CDPAP Specialist

Manika Roy Chowdhury
347-459-8998

SM Solaiman
302-513-3837

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-15, 73rd Street, Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 347-649-1106, Fax: 347-649-1176
Email: solaiman.comilla@gmail.com

BROOKLYN OFFICE
338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 Street)
Tel: 718-851-0325, Fax: 718-853-3712
Email: Info@ASCofNY.com

www.AffordableSeniorCareofNewYork.com/CDPAP.htm

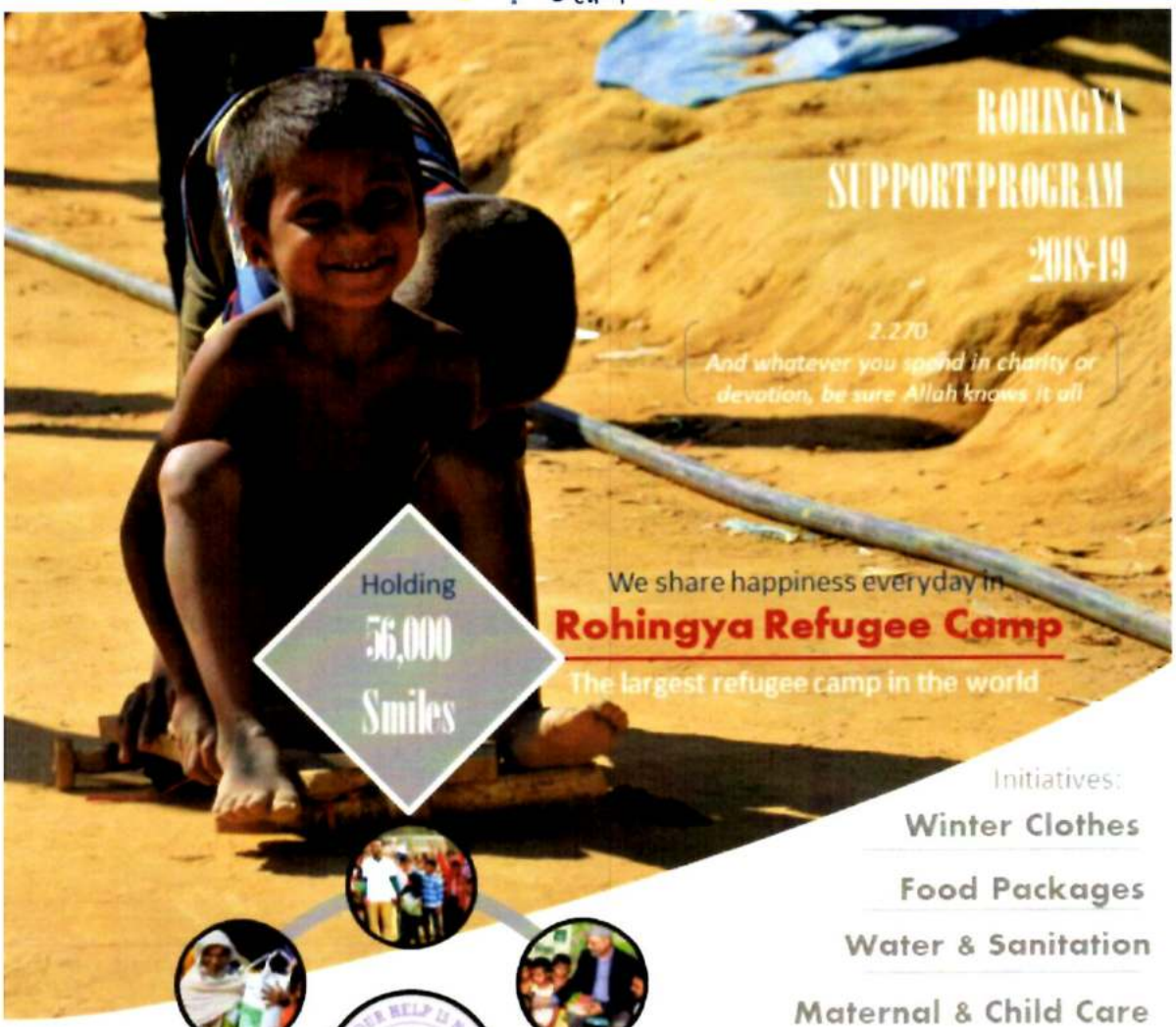
ROHINGYA
SUPPORT PROGRAM
2018-19
2.270
And whatever you spend in charity or devotion, be sure Allah knows it all
Holding
56,000
Smiles
We share happiness everyday in
Rohingya Refugee Camp
The largest refugee camp in the world
Initiatives:
Winter Clothes
Food Packages
Water & Sanitation
Maternal & Child Care
Educational Supplies
Toys & Sports Gears
Ifter, Eid Gift & Qurbani Meat
Disability Care & Therapeutic Services
YOUR HELP IS NEEDED
DONATE NOW
GO ONLINE & GIVE
NAHAR
NAHAR
2668 Pitkin Avenue, Brooklyn,
NY, 11208, +1 844-666-2427
Join us ◆ Donate to us
naharrelief.org

PEOPLE N TECH®

A Global Leader in Skill Development,
Job Placement & Outsourcing

ম্যাজিকম্যান খ্যাত প্রকৌশলী আবুবকর হানিফের
প্রতিষ্ঠিত পিপলএনটেক কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে ছয় সহস্রাধিক
বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট এবং বাংলাদেশে তিন সহস্রাধিকের
আইটি প্রশিক্ষণ ও জব প্লেসমেন্ট

ACADEMIC KNOWLEDGE AND EXACT
INDUSTRY SKILL TOGETHER FOR JOB

www.peoplentech.com

SCHEV Certified · NYC Department of Consumer Affairs · NYCDCA Certified · SKILLSOURCE GROUP · SKILLSOURCE Certified · MEMBER BASIS

May every joy of this wonderful season be yours and may the new year brings you and your loved ones peace, love, happiness and good health.

Happy New Year

Mr. Raihan Zaman
Chairman
Utshob Group

UtshobGroup